NIZAM

: প্রাপ্তিস্থান :

কারী আব্দুল মান্নান আরশাদ গ্রাম: নাচুনিয়া, পোঃ জুনারী, থানাঃ তেরখাদা, জেলাঃ খুলনা, বাংলাদেশ।	ফায়সাল আলকাফ ষ্টেশনারীস বাথা, রিয়াদ, টেলিফোনঃ ২৮৭৭৩৪০
তাহফীজ ও তাজবীদুল কোরআন মাদ্রাসা জামে মসজিদ আল হামিদী। জাহরাতুল বাদীয়া জুনুব মোখাত্তায়াত ছালেছ	দারুস সালাম পাবলিকেশন্স ৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা ১১০০ বাংলাদেশ। টেলিফোনঃ ৯৫৫৯৭৩৮

٦٠ ريال

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

আল-কুরআন শেখার সঠিক পদ্ধতি

علم التجويد

(তাজবীদ সম্পর্কিত জ্ঞান)

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

مؤلف: قارئ عبدالمنان أرشد بن الشيخ عبدالحميد ملا (خولناء)

প্রণেতা:-

কারী আবদুল মান্নান আরশাদ

বিন শেখ আবদুল হামিদ মোল্লাহ

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ
আবদুর রহমান বিন আবদুল মান্নান আরশাদ

প্রথম প্রকাশ ঃ
রবিউস সানী ১৪১০ হিজরী (জানুয়ারী ১৯৮৯ ঈসায়ী)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

☛ ক্বারী আবদুল মান্নান আরশাদ বিন শেখ আবদুল হামিদ মোল্লাহ গ্রাম ঃ নাচুনিয়া, পো ঃ জুনারী, থানাঃ তেরখাদা, জেলা ঃ খুলনা, বাংলাদেশ।

☛ জাহরাতুল বাদীয়া, জুনুব মোখাত্তায়াত ছালেছ তাহফীজ ও তাজবীদুল কোরআন মাদ্রাসা জামে মসজিদ আল হামিদী। রিয়াদ, সৌদী আরব।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াসে, রিয়াদ, সৌদী আরব।

সূচীপত্র

فهرس الموضوعات

بسم الله الرحمن الرحيم

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

অভিমত

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। দরূদ ও সালাম হজরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর যারপর আর কোন নবী আসবেনা।

অতঃপর আল্লাহর অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যিনি আমাদের হেদায়েতের জন্য আল কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। চৌদ্দশত বছর পূর্বে যেভাবে অবতীর্ণ করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত ঠিক সেভাবে থাকবে কোন পরিবর্তন হবেনা। সমগ্র বিশ্বে ১৫০ মিলিয়নেরও বেশী লোক বাংলাভাষায় কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের জন্য আজ পর্যন্ত কোন তাজবীদের পুর্ণাঙ্গ ও পছন্দনীয় কিতাব লিখা হয়নি। জনাব ক্বারী আব্দুল মান্নান সাহেব যিনি ইতিপূর্বে বহুদিন পাকিস্তানে তাজবীদের খেদমত করেছেন এবং বর্তমানে সৌদী আরবের রিয়াদ রিসার্চ বা ইসলামী গবেষনার প্রধান কার্যালয়ের চাকুরী রত আছেন।

ইহা ছাড়াও তিনি রিয়াদের তাহফীজুল কোরআন ও তাজবীদুল কোরআন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বাংলাভাষায় তাজবীদের উপর ইলমুত্তাজবীদ নামে একখানা সুন্দর পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। এতে তিনি তাজবীদের বিভিন্ন প্রকার কাওয়ায়েদ ও আহকামের বর্ণনা দিয়েছেন ইহা দ্বারা বাংলা ভাষাভাষীরা অবশ্যই উপকৃত হবেন। আল্লাহ লেখকের শ্রম সাধনা কবূল করুন। আমীন ॥

এ,বি, এম, সিদ্দিকুর রহমান
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
১৪১০ হিজরী/১৯৮৯ ঈসায়ী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :

فقد أنزل الله القرآن وضمن حفظه بنفسه، فقال عز من قائل : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ ﴾ الآية، فقد أمرنا الله بترتيل القرآن كما في قوله تعالى : ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً ﴾ الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ أَنْ يُقْرأ القرآنَ غضًّا كما أنزل".

فبناء على هذا المبدأ قام الأخ الشيخ القارئ عبد المنان الموظف في الرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمدرس في مدرسة التحفيظ القرآن الكريم بالرياض، بتأليف كتاب في تجويد القرآن، وسماه بـ "علم التجويد" باللغة البنغالية، شكر الله له.

وإني قد قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، فوجدت أن المؤلف قد بذل قصارى جهده في بيان قواعد التجويد بالدقة التامة.

أسأل الله أن يجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهه الكريم وأن يغفر لنا سيئها، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أبو البيان محمد صديق الرحمن
المتخرج من قسم الدراسات العليا
(الماجستير)، شعبة العقيدة.
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

بسم الله الرحمن الرحيم

অভিমত

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট ক্বারী শায়খ আবদুল মান্নান আরশাদ প্রণীত 'ইলমুত্ তাজবীদ' অর্থাৎ কোরআনের তাজবীদ শিক্ষার বইটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আল্লাহ্ তা'আলা মহা গ্রন্থ আল-কোরআন মানবতার হেদায়েত ও তাদের প্রতি রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ করেন। আর তা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকবে, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তা হিফাজতের অঙ্গিকার করে বলেন ঃ

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ﴾ (سورة الحجر : ٩)

অর্থ: "নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার হেফাযতকারী (সংরক্ষক)"। (সূরা আল-হিজর : ৯)

মহান আল্লাহ্ বিভিন্ন উপকরণ, ওসীলা ও বহু সংখ্যক বনী আদমকে কুরআনের অনুগত করে এবং কোরআনের নানা ইলম বা বিদ্যা প্রদান করে উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন। বিভিন্ন কোরআনি বিদ্যার মধ্যে ইলমে তাজবীদ বা বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াতের হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত বিদ্যা অন্যতম।

আর এ বিদ্যাই সহজ-সরল ভাষা ও ভঙ্গিতে বহু পরিশ্রম করে পরিপূর্ণতার সাথে বাংলাভাষীদের খেদমতে শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁর বইটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বইটি প্রতিটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলেবাস ভুক্ত করার মত, অনুরূপ বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠে আগ্রহী প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে স্থান করে নেয়ার মত একটি উপযুক্ত বই বলে আমার বিশ্বাস। আমি উক্ত বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা তিনি যেন লেখক ও আমাদের সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রতিটি দ্বীনি কর্মে এখলাস ও বিশুদ্ধতা প্রদান করেন। وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্ফান
দায়ী পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার
রিয়াদ, সৌদী আরব।

بسم الله الرحمن الرحيم

التقديم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

فقد اطلعت على الكتاب الذي جمعه فضيلة الشيخ القارئ المعروف عبد المنان بن عبد الحميد أرشد سلمه الله باللغة البنغالية بعنوان : "علم التجويد" فوجدته كتاباً قيماً مفيداً جداً قد أجاد فيه مؤلفه من حيث ترتيب المعلومات وجمعها قليلاً ما يوجد مثل هذا الكتاب باللغة البنغالية فإني أرى يستفيد به العوام والخواص وصالح للمنهج الدراسي في المدارس الدينية. فجزاه الله خيراً ونفع المسلمين بكتابه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

حرر في الرياض ١٤٢٧/٠٥/٠٩هـ

محمد عبد الرب عفان

الداعية والمترجم بمكتب الدعوة للجاليات بغرب الديرة

الرياض، المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ :

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্তে। দরূদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এর উপর। মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যিনি তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল কোরআন দান করেছেন। মহাগ্রন্থ কোরআনকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় রাখবেন। তিনি বলেন ঃ

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ﴾ (سورة الحجر : ٩)

অর্থ: "নিশ্চয় আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার হেফাযতকারী (সংরক্ষক)"। (সূরা আল-হিজর : ৯)

কোরআন তেলাওয়াত ইবাদতের মধ্যে গণ্য। এর জন্য বিশেষ সওয়াবের ও সুসংবাদ রয়েছে। নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وعَلَّمَهُ) 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কোরআন পড়ে এবং অন্যকেও পড়ায়'।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন ঃ (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَ اللهِ فَلْيَقْرَإِ الْقُرْآنَ) অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক সে যেন কোরআন তেলাওয়াত করে'।

মহাগ্রন্থ কোরআন শুদ্ধভাবে পড়তে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন পাকে বলেন ঃ قال الله تعالى : ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾ (المزمل : ٤)

অর্থ ঃ "তোমরা ধীরস্থিরভাবে তারতীলের সাথে শুদ্ধ করে কোরআন পড়"। (সূরা আল-মুয্যাম্মিল : ৪)

আর নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন ঃ (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ) অর্থ : 'কোরআন যে ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সেভাবে পড়া আল্লাহর অত্যন্ত পছন্দনীয়'।

কতিপয় আলেম তাজবীদ সহকারে কোরআন পড়া ওয়াজিব মনে করেন। ইবনুল জাযরী বলেন ঃ

وَالأَخذُ بِالتَّجْوِيْدِ حَتْمٌ لاَزِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ اٰثِمْ

অর্থ : 'তাজবীদ সহকারে কোরআন তেলাওয়াত অবশ্য করনীয়। যে ব্যক্তি অশুদ্ধভাবে কোরআন পড়ে সে গুনাহগার হবে'।

ইতিপূর্বে আমি বহুদিন ধরে পাকিস্তানে কোরআনের খেদমতে লিপ্ত ছিলাম তৎপর ১৯৭৭ ইং হতে এখন পর্যন্ত সৌদী আরবের রিয়াদ শহরে তাহফীজ ও তাজবীদুল কোরআন মাদ্রাসায় খেদমতে লিপ্ত আছি।

বহু দিন ধরে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য একখানা তাজবীদের কিতাব লিখার ইচ্ছা পোষন করে আসছি। সময়ের অভাবে এতদিন তা সম্ভব হয়ে উঠেনি এবারে আল্লাহর উপর ভরসা করে তাজবীদের উপর একখানা পুর্ণাঙ্গ কিতাব প্রণয়ন শেষ করলাম এবং ইহার নাম করন করা হলো "ইলমুত্ তাজবীদ বা তাজবীদ সম্পর্কিত জ্ঞান"।

শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ কিতাব খানা লিখার প্রয়াশ পেয়েছি। পাঠক সমাজ ইহা দ্বারা উপকৃত হলে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করব।

ক্বারী আব্দুল মান্নান আরশাদ
রিয়াদ, সৌদী আরব
১৪১০ হিজরী / ১৯৮৯ ঈসায়ী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১)তাজবীদের প্রয়োজনীয়তা।

কোরআন পাক বিশুদ্ধ তথা সুন্দরভাবে পড়ার জন্য তাজবীদের প্রয়োজন। যদি কেউ তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী না পড়ে তবে কোরআন পড়া ভুল হবে। যদি কেহ আয়াতের মধ্যে হরফের পরিবর্তণ করে পড়ে, যেমন ; قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এর মধ্যে قُلْ দুই নুকতা ওয়ালা বড় ক্বফ দ্বারা পড়লে অর্থ হবে 'বলে দাও আল্লাহ এক'। এখন যদি كل هو الله أحد ছোট ক্বাফ দিয়ে পড়ি তাহলে অর্থ সম্পুর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থ হবে আল্লাহ এক খেয়ে নাও। অনুরূপভাবে কোন হরফকে লম্বা কম বেশী করে পড়লে যেমন ; وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهٖ এর জায়গা ضَرَبَا لَكُمْ পড়ে এবং وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهٖ এর জায়গা ضَرَبَ لَكُمْ هٰذِهٖ পড়ে এবং হারাকাত মানে জবর জের পেশ এর মধ্যে ভুল করে যেমন وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ এর জায়গা পড়বে وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيْمُ رَبَّهٗ হরফে م এর উপরে জবরের জায়গা পেশ পড়া এবং হরফে ب এর উপরে পেশের জায়গা জবর পড়া এবং সাকিনকে হারাকাত বিশিষ্ট পড়া এবং হারাকাত বিশিষ্ট হরফকে সাকিন পড়া যেমন أَنْعَمْتَ এর জায়গা أَنْعَمَتَ পড়া م কে সাকিন না পড়ে م এর উপরে জবর পড়া হলো এত বড় ভুল এবং ضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ এর জায়গায় পড়া হলো ضَرَبَنَا لَكُمْ হরফে ب সাকিন না পড়ে পড়া হলো ب এর উপরে জবর এবং أَبْصَارَهُمْ এর জায়গা পড়া হলো أَبْصَارَهُمُ হরফে م এর উপর সাকিন না পড়ে পড়া হলো م এর উপরে পেশ এই প্রকারের বড় বড় ভুলকেই বলা হয় لحن جلي লাহানে জ্বলি বা বড় ভুল। আর যদি এমন সব ভুল হয় যে শব্দের প্রত্যেক হরফের সহিত হারাকাত এবং সুকুন ঠিক রেখে মাত্র কোন কোন সিফাতে আরজী যাতে সৌন্দর্য বাড়ায় এবং (তামীজ) পার্থক্য থেকেও দূরে থাকে এই প্রকারের ভুলকে لحن خفي লাহানে খফি বলা হয় বা ছোট ভুল যার মধ্যে ছোট ছোট ভুল থাকে এই প্রকারের ভুল সাধারণ লোকের কোন খবর থাকে না। একমাত্র যাঁরা তাজবীদ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন তাঁরাই ধরতে পারেন। কোরআন পাক আল্লাহ তায়ালার ঐ সর্ব শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব যার দ্বারা পথ ভ্রষ্ট লোকদের সঠিক পথ দেখায়েছেন। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য থেকে বেঁচে থাকার এক মাত্র সহায়ক গ্রন্থ হচ্ছে আল কোরআন

বর্তমানে অনেক মানুষ পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ আল কোরআন বুঝে পড়ে না। তাই উচিৎ আল কোরআনকে বেশী বেশী তেলাওয়াত করা। তাজবীদের নিয়মানুযায়ী সুন্দর ইসলামী জীবন গড়া। আল কোরআনের নির্দেশ অনুসারে রাসূলের নির্দেশিত পথে।

আমরা কোরআন পাকের তালিম বা প্রশিক্ষণ তিনটি স্তরে ভাগ করেছি ;

[১] কোরআন পড়া - تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم

[২] কোরআন পাক বুঝে পড়া - تَفْهِيْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم

[৩] কোরআন পাক পড়ে উহার আমল করা- تَعْلِيْمَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم فِيْ الْعَمَلِ

আর পরিষ্কার বুঝা যায় যে যদি কোরআন পাক না পড়া যায় তবে অর্থ কিভাবে বুঝা যাবে। আর কোরআন পাকের অর্থই যদি না বুঝা যায় তবে উহার উপর আমল করবে কি ভাবে ?

অর্থ না বুঝা গেলে আমল করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

হ্যাঁ সর্বপ্রথমে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হলো কোরআন পাক পড়া ঐ রকম ভাবে বুঝা এবং উহার উপর আমল করা ও আমাদের প্রয়োজন। কোরআন পাক সহীহ করে পড়া উচিৎ কেননা সহীহ পড়া অর্থ বুঝার অনেক সাহায্য করে সহীহ করে না পড়লে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন ; قل هو الله أحد দুই নুকতা ওয়ালা قل ক্বফ قاف দ্বারা হয় তবে অর্থ হবে বলে দাও আল্লাহ এক। আমরা যদি পড়ি كل هو الله أحد কিতাব ওয়ালা كاف দ্বারা যদি পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে একেবারে উল্টা অর্থ হবে খেয়ে নাও আল্লাহ পাক এক। সত্যিকারে আমাদের এই প্রকারের বড় বড় ভুল বহু জায়গা হয় এর একমাত্র কারণ হলো আমরা এলমে তাজবীদের দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করিনা।

(২) কোরআন পাক পড়া একটা ইবাদত।

কোরআন পাক হচ্ছে মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী। অতএব সহীহ করে তাজবীদের সাথে এবং অর্থ বুঝে কোরআন পাঠ করা কর্তব্য। কোরআন পাক তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করা ইবাদত হিসেবে গণ্য। **হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ**

(أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ)

অর্থ ঃ "ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত হলো কোরআন পাক পড়া"।

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

(مَنْ قَرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ حَرْفاً فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ أَوْ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ)

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি কোরআন পাকের অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের এক হরফ পড়বে তার পুরা দশ নেকী হবে'।

অন্য হাদীসে আছে ঃ (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে ভাল যে ব্যক্তি নিজে কোরআন পড়ে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়"।

এবিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। আর তারাই ফজিলাত এবং নেকীর হকদার হবে যারা কোরআন পাক সহীহ করে পড়তে পারবে। যেমন করে কোরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে, নবী করীম ﷺ পড়েছেন, সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। সহীহ করে না পড়লে নেকীর পরিবর্তে গোণাহ হবে। যেমন হাদীসে আছে ঃ

(رُبَّ قَرِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ)

অর্থ ঃ "মানুষের মধ্যে এমন আছে কোরআন পাক সহীহ করে পড়ে না বা পড়ার চেষ্টা করে না, যার কারণে অভিশাপ করে "। কারণ হচ্ছে যে ব্যক্তি কোরআন পাক সহীহ করে পড়েনা এবং পড়ে আমল করে না তার উপর কোরআন (লানত) বা অভিশাপ করে। অতএব জানা উচিৎ কোন নিয়মে পড়লে কোরআন সহীহ হবে বা কিভাবে পড়লে কোরআন সহীহ হবে না বা কিভাবে পড়লে কোরআন সহীহ করে পড়া যাবে সেটা হলো ফান্নে তাজবীদ فَنِّ تَجْوِيْدُ বা তাজবীদের নিয়ম।

(৩)ফান্নে তাজবীদের নিয়ম এবং উহার বর্ণনা।

যে কোন এলেমে কিংবা বিষয় আরম্ভ করার পূর্বে তার তারীফ বর্ণনা এবং বিষয় (মউজু) এবং (غرض) উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের হুকুম কি জানা একান্ত প্রয়োজন।

تعريف **বর্ণনা ঃ-** তাজবীদের আভিধানিক অর্থ সৌন্দর্য বেশী বাড়িয়ে দেয়া। পরিভাষাগত অর্থ হলো প্রত্যেক হরফের মাখরাজ সহ তার সিফাতে লাজেম এবং সিফাতে আরজীর সাথে আদায় করাকে তাজবীদ বলা হয়।

موضوع **বিষয় ঃ-** ফান্নে তাজবীদের বিষয় বস্তু হলো হরফে (তাহাজ্জী) বর্ণমালা।

غرض **উদ্দেশ্য ঃ-** ফান্নে তাজবীদের আসল উদ্দেশ্য হলো কোরআন পাক সহীহ করে পড়া। ফান্নে তাজবীদ শরয়ী ইসলামী অনুপাতে

প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপরে শিখা ওয়াজিব এবং কিতাবের লিখনী অনুপাতে এই জ্ঞান অর্জন করা ফরজে কেফায়া। যেমন কোরআন পাকে আছে ঃ

قال الله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ ﴾ (سورة البقرة : ١٢١)

অর্থ: "যে সমস্ত মানব জাতিকে আমি কিতাব দিয়েছি তাঁদের উপর ফরজ যে কোরআন পাক এমন ভাবে পড়ে যেমন ভাবে পড়া উচিৎ"। (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১২১)

কোরআন পাকে আরো আছে ঃ

قال الله تعالى : ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ (سورة المزمل : ٤)

অর্থ ঃ "কোরআন আস্তে আস্তে (প্রত্যেক হরফ একে অপরের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে) পাঠ কর"। (সূরা আল-মুয্যাম্মিল : ৪)

অতএব হরফের পুরাপুরীভাবে জানার একমাত্র পথ হলো তাজবীদ। হযরত আলী ؓ কে জিজ্ঞাসা করা হলো তারতীলের অর্থ কি ? তিনি উত্তরে বল্লেন ঃ تَجْوِيْدُ الْحُرُوْفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوْفِ অর্থাৎ ঃ হরফের তাজবীদ এবং ওয়াক্‌ফকে জানা অর্থাৎ কিভাবে ওয়াক্‌ফ করা যায় আবার কোথার থেকে কিভাবে আরম্ভ করতে হয়।

আর আল্লামা জাজরী (রহেমাহুল্লাহ) বলেন ঃ

وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيْدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ اٰثِمٌ

অর্থাৎ ঃ ফান্নে তাজবীদ শিখা বিশেষ প্রয়োজন যে ব্যক্তি তাজবীদ অনুযায়ী কোরআন পাক না পড়ে সে গোনাহগার হবে। যেমন ;

إِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مُحَتَّمٌ قَبْلَ الشُّرُوْعِ أَوَّلاً أَنْ يَعْلَمُوْا

অর্থ ঃ 'যারা কুরআন পাঠ করবে তাদের কর্তব্য হচ্ছে কোরআন পাঠ করার পূর্বে ফান্নে তাজবীদের নিয়ম কানুন গুলো শিখে নেয়া'।

(৪)সুন্দর আওয়াজে কোরআন পাক পড়া সুন্নাত

কোরআন পাক সুন্দর আওয়াজের সাথে আরবী সুরে পড়া সুন্নাত এবং এইভাবে পড়াতে কোরআন পাকের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য বেশী হয়। কিন্তু সুন্দর সুরে পড়তে যেয়ে যেন তাজবীদের নিয়ম ছুটে না যায়। কোরআন পাকে আছে ঃ ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ (المزمل:٤)

অর্থ ঃ "কোরআন পাককে তারতীলের সাথে পড়"। (সূরা মুয্যাম্মেল : ৪)

خَفْضُ الصَّوْتِ وَ تَحْسِيْنُ الصَّوْتِ

অর্থাৎ ঃ 'পড়ার সময় আওয়াজকে নীচে ও হালকা আওয়াজের সাথে পড়বে'।

আর হাদীস শরীফে আছে ঃ (زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ) 'কোরআন পাককে নিজের আওয়াজের দ্বারা সৌন্দর্য করো'। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

হাদীসে আছে ঃ (لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ) 'প্রত্যেক জিনিষের অলংকার আছে কিন্তু কোরআন পাকের অলংকার হলো সুন্দর আওয়াজ'।

হাদীসে আছে ঃ (حَسِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا) رواه الدارمي

অর্থ ঃ 'কোরআন পাককে নিজের আওয়াজের দ্বারা সুন্দর করো। কেননা সুন্দর আওয়াজের দ্বারা কোরআন পাকের সৌন্দর্য বেড়ে যায়'। (দারেমী শরীফে বর্ণিত আছে)

অন্য এক হাদীসে আছে ;

(إِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا (طبراني وبيهقي)

অর্থ ঃ 'কোরআন পাককে আরবী (লেহজায়) ও সুরে সুন্দর আওয়াজের সাথে পড়'। (তিবরাণী ও বায়হাকী)

এই রকম বহু হাদীস পাওয়া যায় যে কোরআন পাককে তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী পড়লে সৌন্দর্য বাড়ে। সুন্দর সুরে পড়া সুন্নাত এবং সাহাবাগণও রাসূলের নিয়ম অনুসারে পড়েছেন।

(৫)কোরআন পাক পড়ার আদব।

কোরআন পাককে ওযুর সাথে পাক কাপড়ে পাক জায়গা কিবলামূখি বসে পড়বে। পড়ার মধ্যে কোন বাজে কথা বলা নিষেধ। যখন পড়া আরম্ভ হয় প্রথম أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে আরম্ভ করবে যখন সূরা আরম্ভ করবে তখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে আরম্ভ করবে। যখন তেলাওয়াত প্রথম কোন সূরা থেকে আরম্ভ করা হয় তখন দুয়েটা পড়তে হবে।

(৬)প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ।

১	حُرُوْفِ تَهَجِّيْ	ا-ي আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত মোট ২৯ হুরুফ।
২	حُرُوْفِ مُتَشَابَهْ	যাদের চেহারা একে অপরের মধ্যে মিশে যায় শুধু নুকতার মধ্যে ব্যবধান যেমন ঃ ب - ت
৩	حُرُوْفِ غَيْرُ مُتَشَابَهْ	যাদের চেহারা একে অপরের মধ্যে মিলেনা। যেমন ঃ ب - ج
৪	حُرُوْفِ قَرِيْبُ الصَّوْتِ	যাদের আওয়াজ একে অপরের মধ্যে মিলে যেমন ঃ ت - ط

৫	حُرُوْف بَعِيْد الصَّوْت	যাদের আওয়াজ একে অপরের মধ্যে মিলেনা। যেমন ঃ ح - د - ج
৬	حُرُوْف مُعْجَمَة يَا مُنْقُوْطَة	নুকতাওয়ালা হরুফকে বলা হয়। যেমন ঃ ب - ج
৭	حُرُوْف مُهْمَل يَا غَيْر مُنْقُوْطَة	যে হরুফের কোন নুকতা হয় না। যেমন ঃ د - ر
৮	حُرُوْف فَوْقَانِيْ	যে হরুফের উপরে নুকতা হয় তাকে বলে যেমন ঃ ت - خ
৯	حُرُوْف تَحْتَانِيْ	যে হরুফের নিচে নুকতা হয়। যেমন ঃ ب
১০	حُرُوْف مُتَوَسِّطَة	যে হরুফের মাঝখানে নুকতা হয়। যেমন ঃ ج
১১	حُرُوْف حَلْقِيْ	যে সমস্ত হরুফ হলক্ব থেকে বের হয়। যেমন ঃ ء - ه - ع - ح - غ - خ
১২	حُرُوْف لَهَاتِيَة	জিহবার গোড়া এবং তালুর নরম জায়গা থেকে বড় ق এবং শক্ত জায়গা থেকে ছোট ك বের হয়।
১৩	حُرُوْف شَجَرِيَة	ঐ সমস্ত হরুফ যা জিহবার মাঝখানে এবং তালুর সামনের থেকে বের হয়। যেমন ঃ ج - ش - ي
১৪	حَافِيَة	যে সমস্ত হরফ জিহবার ডানপাশ থেকে বের হয়। যেমন ঃ ض
১৫	حُرُوْف طَرْفِيَة يَا ذَلْقِيَة	যে সমস্ত হরুফ জিহবার কিনারা থেকে বের হয়। যেমন ঃ ل - ر - ن
১৬	حُرُوْف نَطْعِيَة	যে সমস্ত হরুফ জিহবার কিনারা এবং ছানায়ে উলিয়ার গোড়া থেকে বের হয়। যেমন ঃ ت - د ط
১৭	حُرُوْف لَثَوِيَة	যে সমস্ত হরুফ জিহবার কিনারা এবং ছানায়ে উলিয়ার কিনারা থেকে বের হয়। যেমন ঃ ث - ذ - ظ
১৮	حُرُوْف صَفِيْرِيَة	যে সমস্ত হরুফ জিহবার কিনারা থেকে বের হয়। যেমন ঃ ز - س - ص
১৯	حُرُوْف بَحْرِيْ	যে সমস্ত হরফ ঠোঁটের ভিজা জায়গা থেকে বের হয়। যেমন ঃ ب
২০	حُرُوْف بَرِّيْ	যে সমস্ত হরফ ঠোঁটের শুকনা জায়গা থেকে বের হয়। যেমন ঃ م
২১	حُرُوْف شَفَوِيَة	যে সকল হরুফ ঠোঁট থেকে বের হয়। যেমন ঃ ب - م - و - ف
২২	حُرُوْف مَدَّة يَا هَوَائِيَة	যে সমস্ত হরুফ মুখের খালি জায়গা থেকে বের হয় এবং প্রত্যেক সাকিনের পূর্বে নিজ হরকাত মোতাবেক হবে যেমন ঃ ا - و - ي
২৩	حُرُوْف لِيْن	যে সব হরফ নরম ভাবে বের হয় و এবং ي সাকিনের পূর্বে জবর হবে। যেমন ঃ و - ي

২৪	حُرُوْف مُتَّحِد الْمَخْرَجْ	যে সমস্ত হরুফ একই মাখরাজ থেকে বের হয়। যেমন ঃ ت - د - ط
২৫	حُرُوْف مُخْتَلِفُ الْمَخْرَجْ	যে সমস্ত হরফের মাখরাজ আলাদা ভাবে বের হয়। যেমন ঃ ب - ج
২৬	حُرُوْف مُتَّحِدَ الْمَخْرَجْ وَمُتَّحِدَ الصِّفَاتْ	যে সকল হরফের মাখরাজ এবং ছিফাত একত্রিত ভাবে হবে। যেমন ঃ مدد মধ্যে دال
২৭	مُخْتَلِفُ الصِّفَاتْ وَمُخْتَلِفُ الْمَخْرَجْ	যাদের মাখরাজ ও ছিফাত দুইটা আলাদা ভাবে হয়। যেমন ঃ ث - ط
২৮	حُرُوْف مُتَّحِدَ الْمَخْرَجْ وَمُخْتَلِفُ الصِّفَاتْ	যাদের মাখরাজ একত্রিত ভাবে হয় এবং ছিফাত আলাদাভাবে হয়। যেমন ঃ ث - ظ
২৯	حَرَكَتْ	যেমন জবর জের পেশকে বলা হয়।
৩০	مُتَحَرِّكْ	যে সমস্ত হরফের উপর জবর জের পেশ হয় তাদেরকে মুতাহাররাক বলে।
৩১	فَتْحْ	জবরকে বলা হয়। ফাতাহ|যে হরফের উপর জবর হবে তাঁকে মাফতুহ বলে।
৩২	كَسْرَة	জেরকে বলা হয়। যে হরফের উপর জের হবে তাঁকে মাকছুর বলে।
৩৩	ضَمَّة	পেশকে বলে। যে হরফের উপর পেশ হয় তাঁকে মাজমুম বলে।
৩৪	سُكُوْن	জজোমকে বলা হয়। যে হরফের উপর জজোম হবে তাঁকে সাকিন বলে।
৩৫	تَشْدِيْد	তাশদীদ ঃ শাদ্দাকে বলা হয়। যে হরফের উপর শাদ্দা হবে তাঁকে মুশাদ্দাদ বলা হয়।
৩৬	تَنْوِيْن	তানভীন ঃ দুই জবর দুই জের দুই পেশকে বলা হয়। যে হরফের উপর তানভীন হবে তাঁকে তানভীন ওয়ালা হরফ বলে।
৩৭	حُرُوْف مَمْدُوْدَة	যে সমস্ত হরফের উপর মদ্দ হয় তাকে হরফে মামদুদা বলে।
৩৮	فَتْحْ إِشْبَاعِيْ	ফাতাহ ইশবায়ি ; খাড়া জবরকে বলে।
৩৯	كَسْرَة وَضَمَّة إِشْبَاعِيْ	কাছরা ও জুম্মা ইশবায়ি ঃ খাড়া জের ও উল্টা পেশকে বলা হয়।
৪০	إِمَالَة	ইমালাহ ; আলিফকে ইয়ার দিকে এবং জবরকে জেরের দিকে ইশারাহ করে পড়ার নাম ইমালাহ।
৪১	مَاقَبْلْ	হরফের প্রথম হরফকে মাকাবেল বলে।
৪২	مَابَعْد	এক হরফের পরের হরফকে মাবাদ বলে।
৪৩	حُرُوْف شَمْسِيْ	হরফে শামছী ; যার লেখার সময় আলিফ লাম আসবে কিন্তু পড়ার সময় আসবে না। যেমন ঃ الشمس

৪৪	حُرُوْف قَمْرِيْ	হরফে ক্বমারীঃ যে হরফের উপর আলিফ লাম হবে পড়াও যাবে তাঁকে ক্বমারী বলে যেমন ঃ القمر
৪৫	وَقْفْ	কোন কলেমার শেষ অক্ষরের উপর শ্বাস এবং আওয়াজকে বন্ধ করে দাঁড়ানো। আর যদি হরকাত ওয়ালা হরফ হয় তাহলে সাকিন করে দাঁড়াতে হবে।
৪৬	مَوْقُوْفْ عَلَيْه	মওকুফ আলাইহি ; যে হরফকে ওয়াক্ফ করে দাঁড়ায়ে যাওয়া হয়।
৪৭	وَقْفْ بِالإِسْكَانْ	ওয়াক্ফ বিল ইছকান ; যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করে সাকিন করে দেওয়া হয় এটা তিনে হরকাতের মধ্যে হয় একে ওয়াক্ফ বিল ইছকান বলে।
৪৮	وَقْفْ بِالرَّوْم	ওয়াক্ফ বির রউম ; যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় তাঁকে কিছুটা হরকাত দিতে হবে। পেশ এবং জেরের মধ্যে হয়।
৪৯	وَقْفْ بِالإِشْمَامْ	ওয়াক্ফ বিল ইশমাম ; যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় তাঁকে সাকিন করে ঠোঁটকে পেশের দিকে ইশারা করা ইহা শুধু পেশের মধ্যে হয়।
৫০	إِبْتِدَاءْ	ইবতেদাহ ; যে বাক্যের উপর ওয়াক্ফ করা হয় ওখান থেকে আরম্ভ করার নামই ইবতেদাহ।
৫১	إِعَادَةْ	ইয়াদা ; যে বাক্যের উপর ওয়াক্ফ করা হয় তাঁর পূর্বের বাক্যের থেকে পড়ার নাম ইয়াদা।
৫২	إِظْهَارْ	ইজহার ; নূন সাকিন ও তানভীন এবং মীম সাকিনকে গুন্নাহ ব্যতীত পড়ার নাম ইজহার।
৫৩	غُنَّةْ	গুন্নাহ ; নাকের মধ্যে আওয়াজ নিয়ে পড়াকে গুন্নাহ বলে।
৫৪	إِدْغَامْ	ইদগাম ; দুই হরফকে একত্রিত করে পড়াকে ইদগাম বলে।
৫৫	مُدْغَامْ	মুদগাম ; যে হরফ দ্বিতীয় হরফের মধ্যে একত্রিত হয় তাঁকে মুদগাম বলে।
৫৬	مُدْغَامْ فِيْه	মুদগাম ফিহি ; যে হরফের মধ্যে একত্রিত হয় তাঁকে মুদগাম ফি বলে।
৫৭	إِبْدَالْ	ইবদাল ; এক হরফকে দ্বিতীয় হরফের দ্বারা বদল করে পড়ার নাম ইবদাল।
৫৮	إِقْلاَبْ	ইকলাব ; নূন সাকিন ও তানভীনকে ছোট মীম দ্বারা বদল করে পড়ার নাম ইকলাব।
৫৯	إِخْفَاءْ	ইখফা ; ইদগাম এবং ইজহারের মধ্য স্থলের অবস্থাটার নাম ইখফা।
৬০	تَفْخِيْم	তাফখীম ; হরফকে মোটা করে পড়ার নাম তাফখীম।
৬১	تَرْقِيْقْ	তারকীক ; হরফকে হালকা করে পড়ার নাম তারকীক।

৬২	تَرْتِيْل	তারতীল ; আস্তে আস্তে পড়া। প্রত্যেক হরফ পৃথক এবং শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করে পড়ার নাম তারতীল।
৬৩	حَدَرْ	হদর ; তাড়াতাড়ী করে পড়া। তাজবীদের সাথে দ্রুত পড়ার নাম হদর।
৬৪	تَدْوِيْر	তাদবীর ; তারতীল এবং হদরের মাঝামাঝি পড়াকে তাদবীর বলে।
৬৫	اِسْتِعَاذَةْ	ইজতেয়াজাহ ; আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তনির রজীম পড়ার নাম। أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
৬৬	بَسْمَلَةْ	বাসমালাহ ; বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম পড়ার নাম বাসমালাহ। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
৬৭	مَدْ	মদ্দ ; হরফের পরিমাণের থেকে বেশী লম্বা করে পড়াকে মদ্দ বলে।
৬৮	قَصَرْ	ক্বছর ; হরফকে মদ্দ ব্যতীত তাঁর নিজের পরিমাণ মত পড়াকে ক্বছর বলে।
৬৯	مَخَارِجْ	হরফ সমূহ বের হওয়ার স্থানকে মাখারেজ বলে।

(৭) হরুফে তাহাজ্জী সমূহ।

আরবী বর্ণমালা মোট ঊনত্রিশটি ২৯ টি, নিম্নে বর্ণ মালা দেয়া হলো।

ا আলীফ	ب বা	ت তা	ث ছা	ج জিম	ح হা	خ খা	د দাল
ذ জাল	ر র	ز ঝা	س ছিন	ش শিন	ص ছোয়াদ	ض জোয়াদ	ط ত্বোয়া
ظ জোয়া	ع আয়ীন	غ গায়ীন	ف ফা	ق ক্বফ	ك ক্বাফ	ل লাম	م মিম
ن নুন	و ওয়াও	هـ হা	ء হামজা	ي ইয়া			

(৮)হারাকাত ব্যবহার করার পদ্ধতি।

ফাতহা (فَتْحَةْ) : জবরকে বলা হয় এ হরকাত দুই ঠোঁট এবং আওয়াজ খুলা ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : تَ তা।

কাছরাহ (كَسْرَةٌ) : জেরকে বলা হয়। এ হরকাত ঠোঁট এবং আওয়াজ কে নীচু করে ব্যবহৃত হয়। যেমন : تِ তি।

জুম্মাহ (ضَمَّةٌ) : পেশকে বলা হয়। এ হরকাত দুই ঠোঁটকে গোল করে মিলানো ছাড়া ব্যবহৃত হয়। যেমন : تُ তু।

নিম্নের তিনটা হরফকে মদ্দের অক্ষর বলে যেমন : و ا - ي আলিফ, ওয়াও, ইয়া। যখন হরকাত মোতাবেক হবে অর্থাৎ আলিফের প্রথমে জবর ওয়াও সাকিনের প্রথমে পেশ ইয়া সাকিনের প্রথমে জের হয় তখন দুই জবরের সমান বা এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন : لِيْ - لُوْ - مَا

(৯)মাখারেজের বর্ণনা।

প্রধানত মাখারেজ পাঁচটি : ١- حَلَقْ ٢ - لِسَانْ ٣ - شَفَتَيْنْ ٤ - جَوْفْ ٥- خَيْشُوْمْ
[১] হলক্ব [২]লিছান [৩]শাফাতাইন [৪]জাউফ [৫]খাইশুম

এখন সমস্ত হরফ গুলোর শুদ্ধভাবে নির্দিষ্ট মাখারেজ থেকে উচ্চারণ করে উদাহরণ দেয়া হলো। হুরুফ উচ্চারণের স্থানকে মাখারেজ বলে।

الحلق (১০) হলক্বের বিবরণ।

হলক্ব তিন প্রকার; যেমন (ক) আকছায়ে হলক্ব (খ)আওছাতে হলক্ব (গ) আদনায়ে হলক্ব।

১। প্রথম মাখরাজ ঃ আকছায়ে হলক্ব ; আকছায়ে হলক্ব কণ্ঠনালীর শুরু হতে দুইটা হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ; ء - ه

একক (**مفردات**) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ء	ءَ	ءِ	ءُ
هـ	هَـ	هِـ	هُـ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ء	أَءْ	إِءْ	أُءْ
هـ	أَهْـ	إِهْـ	أُهْـ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণঃ

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ء	يَسْئَلُ	سُئِلَ	يُنَبِّؤُهُمْ
هـ	تَهْتَدُوْا	اِهْدِنَا	مُهْتَدِيْنَ
বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ء	فَأْتُوْ	بِئْسَمَا	يُؤْمِنُوْنَ
هـ	تَهْتَدُوْا	اِهْدِنَا	مُهْتَدِيْنَ

২। দ্বিতীয় মাখরাজ ঃ আওছাতে হলক্ব; কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে দুইটা হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ع - ح

একক (مفردات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ع	عَ	عِ	عُ
ح	حَ	حِ	حُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ع	أَعْ	إِعْ	أُعْ
ح	أَحْ	إِحْ	أُحْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ;

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ع	أَنْعَمْتَ	عَلِمَ	عُلُوْمٌ
ح	حَمِدَ	رَحِمَ	حُكْمٌ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ع	يَعْلَمُ	إِعْلَمُوْا	أُعْبُدُوْا اللهَ
ح	أَحْمَدُ	إِحْسَانٌ	مُحْسِنٌ

৩। তৃতীয় মাখরাজ ঃ আদনায় হলক্ব কণ্ঠনালীর শেষ অংশ জিহবার গোড়ার থেকে দুইটা হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ غ -خ

একক (مفردات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ ;

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
غ	غَ	غِ	غُ
خ	خَ	خِ	خُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
غ	أَغْ	إِغْ	أُغْ
خ	أَخْ	إِخْ	أُخْ

মিলিত (مركبات) বর্ণের উদাহরণ :

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
غ	غَفُوْرٌ	يُغْنِيْ	غُرُوْبٌ
خ	خَوْفٌ	أَخِرْ	خُلُفٌ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
غ	مَغْفِرَةٌ	اِسْتِغْفَارْ	طُغْيَانًا
خ	مَخْلُوْقٌ	إِخْوَةٌ	يُخْرِجُ

উপরোল্লেখিত যে ছয়টি হরুফের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে উহাকে হরুফে হালক্বী বলা হয়।

لِسَان (১১) লিছান অর্থাৎ জিহবার বর্ণনা।

জিহবার তিন অংশ ঃ

[১]জিহবার গোড়া [২]জিহবার মধ্যভাগ [৩]জিহবার কিনারা।

৪। চতুর্থ মাখরাজ ঃ জিহবার গোড়া এবং তালুর নরম জায়গা থেকে ق ক্বফ উচ্চারিত হয়।

একক (مفرادات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ق	قَ	قِ	قُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ق	أَقْ	إِقْ	أُقْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ق	قَلَ	قِيْلَ ،	قُلْ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ق	أَقْرَبَ	إِقْتَرَبَ	يُقْرِضُ

৫। পঞ্চম মাখরাজ ঃ ق বড় ক্বফ এর মাখরাজ থেকে কিছুটা মুখের দিকে এগিয়ে জিহবার গোড়া এবং তালুর শক্ত জায়গা থেকে ك ছোট ক্বাফ উচ্চারিত হয়।

একক (مفرادات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ك	كَ	كِ	كُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ك	أَكْ	إِكْ	أُكْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ك	كَتَبَ	كِتَابٌ	كُتُبَ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ك	تَكْتُمُوْنَ	إِكْرَامٌ	شُكْرٌ

৬। ষষ্ঠ মাখরাজ ঃ জিহবার ও তালুর মধ্যস্থল হতে তিনটা হরুফ উচ্চারিত হয়। যেমন: ي - ش - ج

একক (مفرادات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ج	جَ	جِ	جُ
ش	شَ	شِ	شُ
ي	يَ	يِ	يُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ج	أَجْ	إِجْ	أُجْ
ش	أَشْ	إِشْ	أُشْ
ي	أَيْ		

নোট:- ইয়া সাকিনের প্রথমে জের হলে ইয়া মদ্দ হয়ে যায় এবং ইয়া সাকিনের প্রথমে পেশের কোন উদাহরণ নেই।

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ج	جَهَدَ	جِهَادٌ	وُجُوْهٌ
ش	شَهِدَ	شِقَاقٌ	شُهَدَاءُ
ي	يَفْعَلُ	بَيِّنَاتٌ	يُخَادِعُوْنَ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ج	تَجْعَلُ	رِجْزًا	تُجْزَى
ش	يَشْعُرُوْنَ	عِشْرُوْنَ	مُشْفِقُوْنَ
ي	بَيْعٌ		

ইহার পর যে সমস্ত হরফ তাঁর সম্পর্ক দাঁতের সাথে এই জন্য দাঁতের বিবরণ ও প্রকার বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১২)দাঁতের প্রকার সমূহ।

সর্বমোট দাঁত বত্রিশটি ৩২টি ইহাদিগকে ছয়ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) ছানাইয়া:- সামনের মাঝখানের উপর নীচের দুই দাঁত উপরের দুই দাঁতকে ছানায়ে উলিয়া নীচের দুই দাঁতকে ছানায়ে সুফলা বলা হয়।

(খ) রুবায়াত:- ছানায়ার ডান পাশে এবং বাম পাশে উপরে নীচে এক একটা করে মোট চারটা দাঁতকে রুবায়াত বলে।

(গ) আনয়াব:- রুবায়া দাঁতের ডান পাশে বাম পাশে উপরে নীচে এক একটা করে মোট চারটা দাঁতকে আনয়াব বলে।

(ঘ) জাওয়াহেক:- আনয়াবের ডান পাশে বাম পাশে উপরে নীচের এক একটা করে মোট চারটা মাড়ীকে জাওয়াহেক বলে।

(ঙ) তাওয়াহেন:- জাওয়াহেক মাড়ীর ডান পাশে বাম পাশে উপরে নীচে তিন তিনটা মোট বারটা মাড়ীকে তাওয়াহেন বলে।

(চ) নাওয়াজেঝ:- তাওয়াহেন মাড়ীর ডান পাশে বাম পাশে উপর নীচে এক একটা মোট চারটা মাড়ীকে নাওয়াজেঝ বলে।

৭। সপ্তম মাখরাজ ঃ- হাফায় লিছান, অর্থাৎ জিহবার গোড়া এবং হলক্বের ডান ও বাম পাশের উপরে মাড়ী দাঁতের গোড়া থেকে হরফে ض উচ্চারিত হয়।

একক (مفردات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ض	ضَ	ضِ	ضُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ض	أَضْ	إِضْ	أُضْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ :-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ض	ضَرَبَ	أَرْضِ	ضُرِبَتْ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ض	يَضْرِبُ	إِضْرِبْ	مُضْعِفُوْنَ

৮। অষ্টম মাখরাজ ঃ তরফেলিছান অর্থাৎ জিহবার অগ্রভাগ সামনের উপরে দাঁতের মাড়ীর সাথে মিলিত হয়ে ل উচ্চারিত হয়।

একক (مفردات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ل	لَ	لِ	لُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ل	أَلْ	إِلْ	أُلْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ :-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ل	فَعَلَ	ذَالِكَ	يَفْعَلُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ل	جَعَلْنَا	عِلْمٌ	قُلْنَا

৯। নবম মাখরাজ ঃ জিহবার অগ্রভাগ সামনের উপরে দাঁতের মাড়ী ও তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ن উচ্চারিত হয়।

একক (مفردات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ ঃ-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ن	نَ	نِ	نُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ن	أَنْ	إِنْ	أُنْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ :-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ن	مَنَعَ	حَنِيْفْ	نُؤْمِنُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ن	أَنْتُمْ	مِنْكُمْ	كُنْتُمْ

১০। দশম মাখরাজ ঃ জিহবার অগ্রভাগের পিঠ তাঁর সম্মুখের উপরের তালুতে লাগিয়ে ر উচ্চারিত হয়।

একক (مفردات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ر	رَ	رِ	رُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ر	أَرْ	إِرْ	أُرْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ر	أَمَرَ	فَرِحَ	كَرُمَ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ر	يَرْزُقُ	أُمِرْتُ	نُرْسِلُ

১১। একাদশ মাখরাজ ঃ জিহবার অগ্রভাগ এবং উপরে দাঁতের মাড়ী ও ছানায়ে উলিয়ার গোড়া হতে ط - د - ت উচ্চারিত হয়।

একক (مفردات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ت	تَ	تِ	تُ
د	دَ	دِ	دُ
ط	طَ	طِ	طُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ت	أَتْ	إِتْ	أُتْ
د	أَدْ	إِدْ	أُدْ
ط	أَطْ	إِطْ	أُطْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ :-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ت	كَتَبَ	كُتِبَ	يَكْتُبُ
د	أَدَمَ	دِمَاءَ	اَلْحَمْدُ
ط	بَسَطَ	بَاطِلٌ	يَطُوْفُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ت	يَتْلُوْ	فِتْنَةٌ	أُتْلُ
د	قَدْ	إِدْفَعْ	يُدْرِكُ
ط	مَطْلُوْب	إِطْعَامُ	مُطْمَئِنٌّ

১২। দ্বাদশ মাখরাজ ঃ জিহবার অগ্রভাগ এবং সামনের উপরের দাঁতের সানায়ে উলিয়ার অগ্রভাগ হতে ظ ذ ث উচ্চারিত হয়।

একক শব্দ (مفرادات) ওয়ালা হরফের উদাহরণ ঃ

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ث	ثَ	ثِ	ثُ
ذ	ذَ	ذِ	ذُ
ظ	ظَ	ظِ	ظُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ث	أَثْ	إِثْ	أُثْ
ذ	أَذْ	إِذْ	أُذْ
ظ	أَظْ	إِظْ	أُظْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ ঃ

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ث	ثَمَرَاتٌ	اثْنَيْنِ	يُغَاثُ
ذ	ذَهَبَ	أُذُنِ	يَأْخُذُ
ظ	ظَهَرَ	ظِلَالٌ	يَنْظُرُوْنَ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ث	أَثْمَرَ	مِثْلُ	وُثْقَى
ذ	يَذْهَبُ	إِذْهَبْ	مُذْنِبِيْنَ
ظ	يَظْلِمُ	حَافِظٌ	يُظْلَمُوْنَ

১৩। ত্রয়োদশ মাখরাজ ঃ জিহবার অগ্রভাগ এবং উপরে মাড়ীর সামনের দাঁতের সানায়ে সুফলার অগ্রভাগ হতে ص - س - ز উচ্চারিত হয়।

একক (مفرادات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ ঃ

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ز	زَ	زِ	زُ
س	سَ	سِ	سُ
ص	صَ	صِ	صُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ز	أَزْ	إِزْ	أُزْ
س	أَسْ	إِسْ	أُسْ
ص	أَصْ	إِصْ	أُصْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ ঃ

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ز	وَزَنَ	تَزِرُ	زُبُوْرٌ
س	كَسَبَ	يَكْسِبُ	سُئِلَ
ص	صَدَقَ	صِرَاطٌ	صُدُوْرٌ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ز	وَزْدَادُوْا	رِزْقٌ	جُزْءًا
س	أَسْلَمَ	إِسْحَاقَ	مُسْتَقِيْمَ
ص	أَصْدَقُ	مِصْبَاحٌ	مُصْلِحُوْنَ

شفتين (১৩) দুই ঠোঁটের বিবরণ।

শাফাতায়ীন দুই ঠোঁটকে বলা হয়।

১৪। চর্তুদশ মাখরাজ ঃ ছানায়ে উলিয়া দাঁতের অগ্রভাগ এবং নীচের ঠোঁটের ভিজা জায়গা হতে ف উচ্চারিত হয়।

একক (مفرادات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ف	فَ	فِ	فُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ف	أَفْ	إِفْ	أُفْ

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ف	فَسَدَ	مَغْفِرَةٌ	فُتِحَتْ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ف	يَفْعَلُ	مِفْتَاحٌ	مُفْلِحُوْنَ

১৫। পঞ্চদশ মাখরাজ ঃ উভয় ঠোঁট থেকে و م ب উচ্চারিত হয়, উভয় ঠোঁটের ভিজা জায়গা থেকে ب উভয় ঠোঁটের শুকনা জায়গা হতে م এবং উভয় ঠোঁট গোল করে মুখ খোলা রেখে و উচ্চারিত হয়।

একক (مفرادات) শব্দ ওয়ালা হরফের উদাহরণ:-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ب	بَ	بِ	بُ
م	مَ	مِ	مُ
و	وَ	وِ	وُ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ب	أَبْ	إِبْ	أُبْ
م	أَمْ	إِمْ	أُمْ
و	أَوْ		

মিলিত (مركبات) শব্দের উদাহরণ :-

বর্ণ	জবর	জের	পেশ
ب	ضَرَبَ	خَبِطَ	حَسْبُنَا
م	مَنَعَ	سَمِعَ	يَحْكُمُ
و	وَعَدَ	وِلْدَانٌ	وُجُوْهٌ

বর্ণ	সাকিনের প্রথমে জবর	সাকিনের প্রথমে জের	সাকিনের প্রথমে পেশ
ب	قَبْلُ	إِبْرَاهِيْمَ	يُنْصُرُوْنَ
م	أَمْرُنَا	إِمْلَاقٌ	كُنْتُمْ
و	خَوْفٌ		

جوف دهن (১৪) মুখের খালী জায়গার বিবরণ।

১৬। ষষ্ঠদশ মাখরাজ ঃ মুখের খালী জায়গা থেকে হরুফে মদ্দের অক্ষর গুলো বের হয়। হরুফে মদ্দ তিনটা যথা ঃ ي و ا অর্থাৎ আলিফের প্রথমে জবর ইয়া সাকিনের প্রথমে জের এবং ওয়াও সাকিনের প্রথমে পেশ। যেমন : نُوْحِيْهَا

خَيْشُوم (১৫)খায়সুম গুন্নার বর্ণনা; নাকের বাঁশী

১৭। সপ্তদশ মাখরাজ ঃ নাকের গোড়া অর্থাৎ নাকের বাঁশী হতে نْ উচ্চারিত হয়।

বি ঃ দ্র ঃ যত প্রকার গুন্নাহ আছে সমস্ত গুন্নাই নাকের বাঁশী থেকে বের হয়।

(১৬)হরুফে ছিফাতের বর্ণনা

হরুফকে শুদ্ধ ভাবে আদায় করার এবং এক হরফকে দ্বিতীয় হরফ থেকে শুদ্ধ ও ভিন্ন ভাবে আদায় করার জন্য মাখারেজের ন্যায় হরুফের কিছু ছিফাত আছে। কোন হরফ উচ্চারণের সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আবার কোন হরফ উচ্চারণের সময় শ্বাস চালু থাকে কোন হরফের উচ্চারণ কোমল কোন হরফের উচ্চারণ কঠোর। তাজবীদের পরিভাষায় হরুফের এ সমস্ত গুনকে ছিফাত বলে।

নিম্নে হরুফের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হলো :

যেমন ঃ تا তা طا ত্ব ইহার মাখরাজ একটা কিন্তু تا তা ছিফাতে এসতেফাল এবং এনফেতাহের জন্য চীকন এবং طا ত্ব ছিফাতে এসতেলা এবং এতবাকের জন্য পোর বা মোটা পড়া হয়।

ছিফাত প্রথমত দুই প্রকার :

(১) ছিফাতে লাজেম:- হরফের জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয় এবং উহা ছাড়া হরফ আদায় হয় না। যেমন ; دال দাল এর মধ্যে ছিফাতে ক্বলক্বলাহ। ক্বলক্বলাহ আদায় না করলে দালই আদায় হবে না।

(২) ছিফাতে আরজ:- হরফের জন্যে কোন সময় প্রয়োজন হয় কোন সময় প্রয়োজন হয় না। উহা ছাড়া হরফ আদায় হয়ে যায় শুধু সৌন্দর্যটা হয় না। যেমন র যদি জের হয় তবে চীকন এবং জবর ও পেশ হয় তাহলে মোটা পড়া যায়।

(১৭)ছিফাতে লাজেমের প্রকার।

ছিফাতে লাজেম দুই প্রকার ঃ-

[১] ছিফাতে লাজেম মুতাজেদা।

[২] ছিফাতে লাজেম গায়ের মুতাজেদা।

ছিফাতে লাজেম মুতাজেদা ঃ যেটা হবে ফিছাতে লাজেম গায়ের মুতাজেদায় সেটার বিপরীত হবে। অর্থাৎ একে অপরের মধ্যে উল্টা হবে। **উহা দশ প্রকার** ঃ- (১) হামছ (২) যাহের (৩) শিদ্দাত (৪) রেখাওয়াত (৫) ইছতেলা (৬) ইসতেফাল (৭) ইতবাক (৮) ইনফেতাহ (৯) ইজলাক (১০) ইসমাত।

[১]হামছ ঃ অর্থ আস্তে আস্তে আওয়াজ। এস্তলাহে তাজবীদে নিম্ন আওয়াজের সাথে যে সমস্ত হরফ উচ্চারণ হয় এবং শ্বাসও আস্তে চলতে থাকে উহাকে হরুফে মাহমুছা বলে। হরুফে মাহমুছার হরফ দশটি নিম্নে একত্রে তিনটা শব্দের মধ্যে দেয়া হলো। যথাঃ

فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

[২] যাহের ঃ হামছের বিপরিত হয়। যাহের অর্থ উঁচু মোটা। যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় মোটা আওয়াজে উচ্চারণ হয় এবং শ্বাস ও বন্ধ হয়ে যায়। যার কারণে শব্দ জোর হয়। উহাকে মাযহুরাহ বলে। হরুফে মাহমুছা ব্যতীত বাকী ঊনিশটি হরুফকে মাজহুরাহ বলে। যেমন ঃ- ا ب ج د ذ ر ز ض ط ظ ع غ ق ل م ن و ء ي

[৩] শিদ্দাত ঃ শব্দের অর্থ শক্ত বা কঠিন। তাজবীদের ভাষায় যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় শ্বাস সম্পুর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। যার কারণে উচ্চারণ শক্ত ভাবে হয় উহাকে হরুফে শাদীদাহ বলে হরুফে শাদীদাহ আটটি। তিনটা শব্দের মধ্যে আটটি হরুফ একত্রে দেয়া হলো, যথাঃ أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ

[৪] রেখাওয়াত ঃ রেখাওয়াত শিদ্দাতের বিপরীত অর্থ নরম, যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় শ্বাস চলতে থাকে যার কারণে নরম স্বরে উচ্চারণ হয়। উহাকে হরুফে রিখওয়াহ বলে। রিখওয়াহ এর হরুফ ১৬টি, যথাঃ ا ث ح خ ذ ز س ش ص ض ظ غ ف و هـ ي

[৫]তাওয়াচ্ছত ঃ শব্দের অর্থ মধ্য স্থল। শিদ্দাত এবং রিখাওয়াহ এর মধ্যবর্তী অবস্থায় পড়ার নাম মুতাওসসীতাহ। এ হরুফ উচ্চারণের সময় শ্বাস পুরা বন্ধ হবে না পুরা জারীও থাকবে না, নরমও হবে না শক্তও হবে না মধ্যম অবস্থায় পড়াকে মুতাওয়াসসীতাহ বলে হরুফে মুতাওয়াসসীতাহ পাঁচটি। যাকে একত্রে দেয়া হলো। যথাঃ لِنْ عُمَرْ

[৬] ইছতেলাঃ শব্দের অর্থ পোর বা মোটা। যে সমস্ত হরফ সর্বদা মোটা করে পড়তে হয় এবং জিহ্বার গোড়া তালুর দিকে মোটা স্বরে উচ্চারিত হয় তাঁকে হরুফে মুস্তালীয়া বলে। হরুফে মুস্তালীয়া সাতটি। এই সাতটি হরুফকে তিনটা শব্দের মধ্যে একত্রে আনা হয়েছে। যথাঃ خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

[৭] ইছতেফালঃ যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় জিহবা নীচের তালুর দিকে যায় এজন্য পাতলা আওয়াজে পড়তে হয় উহাকে হরুফে মুস্তাফীলা বলে। হরুফে মুস্তালীয়া ব্যতীত বাকী ২২টা হরুফকে মুস্তাফীলা বলা হয়। যথা ঃ

ا ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ف ع ك ل م ن و هـ ء ي

[৮] ইতবাকঃ শব্দের অর্থ মিলিত হওয়া। যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় জিহবার মধ্যাংশ উপরের তালুতে মিশে যায় যার জন্য এই হরুফ বেশী মোটা করে পড়তে হয় উহাকে হরুফে মুতবাক্বাহ বলে হরুফে মুতবাক্বাহ ৪টি। যথাঃ صاد ضاد طا ظا

[৯] ইনফেতাহ ঃ হরফে এতবাকের বিপরীত। ইনফেতাহ অর্থ খুলে রাখা। যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় জিহবা তালু থেকে পৃথক থাকে তাঁকে হরুফে মুনফাতাহ বলে। হরুফে মুতবাক্বাহ ব্যতীত বাকী ২৫টি হরুফ হরুফে মুনফাতাহ। যথাঃ

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ع غ ف ق ك ل م ن و هـ ء ي

[১০] ইজলাকঃ শব্দের অর্থ কিনারা যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় জিহবা ও ঠোঁটের কিনারা থেকে আরামের সাথে উচ্চারিত হয় তাঁকে হরুফে মুযলিক্বাহ বলে। হরুফে মুজলিক্বাহ এর হরুফ ছয়টি একত্রে দেখান হলো। যথাঃ فَرَّ مِنْ لُبِّ

[১১] ইসমাতঃ এজলাকের বিপরীত। ইসমাত শব্দের অর্থ দাঁড়ান। যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় জিহবা ও ঠোঁটের কিনারা হতে উচ্চারণ হয়না নিজের মাখারেজের থেকে শক্তভাবে আদায় হয় তাঁকে হরুফে মুছমিতাহ বলে। হরুফে মুজলিক্বাহ ব্যতীত বাকী ২৩টি হরুফ হরুফে মুছমিতাহ, যথাঃ

ا ت ث ج ح خ د ذ ز س ش ص ض ط ظ ع غ ق ك و هـ ء ي

ছিফাতে লাজেম মোতাজেদার সারমর্ম ঃ-

[১] হরুফে মাহমুছাহ দশটি। যেমন ঃ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ বাকী ১৯ টি হরুফকে মাজহুরা বলে।

[২] হরুফে শাদীদাহ আটটি। যেমনঃ أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ

[৩] হরুফে মোতাওয়াচ্ছেতাহ পাঁচটি। যেমনঃ لِنْ عُمَرْ বাকী ১৬টি হরুফকে রিখওয়াহ বলা হয়।

[৪] হরুফে মোস্তালিয়া সাতটি যেমনঃ خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ বাকী ২২টি হরুফকে মোস্তাফীলা বলে।

[৫] হরুফে মোতবেক্বাহ ৪টি। যেমনঃ صَادْ ضَادْ طَا ظَا বাকী ২৫টি হরুফকে মুনফেতাহ বলে।

[৬] হরুফে মোজলেক্বা ৬টি। যেমন ঃ فَرَّ مِنْ لُبِّ বাকী ২৩টি হরুফকে মোছমেতাহ বলে।

(১৮)ছিফাতে লাজেম গায়ের মোতাজেদার প্রকার।

ছিফাতে লাজেম গায়রে মোতাজেদা পাঁচ প্রকার ঃ

(১)ছফির (২)ক্বলক্বলাহ (৩)তাকরীর (৪)তাফাশ্বী (৫)ইসতেতলাত।

(১) ছফির ঃ শব্দের অর্থ ছিটি বা শিস। যে সমস্ত হরফ উচ্চারণের সময় কুকারের আওয়াজের মত শব্দ হয় কিংবা পাখির শিসের মত শব্দ বের হয় এজন্য এই হরুফকে হরুফে ছাফীরাহ বলে। যেমন ঃ صَادْ سِيْنْ زَا।

(২) ক্বলক্বলাহ ঃ অর্থ প্রতিধ্বনি হওয়া। সাকিন অবস্থায় যে সমস্ত হরফ উচ্চারন করার সময় প্রতিধ্বনি হয় তাকে ক্বলক্বলাহ বলে। হরুফে ক্বলক্বলাহ পাঁচটি। একত্রে এক শব্দের মধ্যে আনা হলো। যেমন ঃ قُطْبُ جَدٍّ

(৩) তাকরীর ঃ অর্থ বারংবার হওয়া। জিহবার কোনের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উচ্চারণ হয় । رَا র এ বারবার কেপে উচ্চারণ হওয়াকে তাকরার বলে। এই গুনটা শুধু । رَا র এর মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ । رَا র উচ্চারণ করার সময় জিহবার অগ্রভাগ কিছুটা কেঁপে উঠে। অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে যে একটা । رَا র এর জায়গা যেন দুইটা । رَا র উচ্চারণ না হয়।

(৪) তাফাশ্বী ঃ অর্থ প্রশস্ততা। মুখের মধ্যে আওয়াজকে ছড়াইয়া আদায় করা। এ গুনটি শুধু شِيْنْ সীনের মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ شِيْنْ সীন হরফ উচ্চারণ করার সময় মুখের মধ্যে আওয়াজ চারিদিকে ছড়াইয়া প্রশস্ত হয়ে যায়।

(৫) ইস্তেতলাত ঃ অর্থ লম্বা করা। হরফকে উচ্চারিত স্বরের মধ্যে লম্বা করে শ্বাস জারী রাখার নামই ইস্তেতলাত। এ গুনটি মাত্র হরফে ضَادْ জদ এর মধ্যে পাওয়া যায়। ضَادْ জদ আদায় করার সময় জিহবা প্রথম মাখরাজ থেকে শেষ মাখরাজ পর্যন্ত ধীরে ধীরে মিলে যায়। যার কারণে শ্বাসকে লম্বা দেখা যায়।

হরফে ছিফাত ও মাখারেজ হরফের নকশা ঃ

প্রত্যেক হরফের মধ্যে ছিফাতে লাজেম মোতাজেদা থেকে কোন না কোন ছিফাত অবশ্যই হবে। যে সমস্ত হরফের মধ্যে যে ছিফাত হবে উহার বিপরীত ঐ হরফের মধ্যে হবে না। এ জন্য প্রত্যেক হরফের মধ্যে ছিফাতে লাজেম মোতাজেদার পাঁচ ছিফাতের মধ্যে দুইটা ছিফাত অবশ্যই হবে।

বর্ণ	মাখারেজ	ছিফাত					
ا	জওফেদাহান	মাজহুরাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ب	দুই ঠোটের নরম জায়গা থেকে বের হয়।	মাজহুরাহ	শাদীদাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুযলিক্বাহ	ক্বলক্বলাহ
ت	জিহবার মাথা সানায়ে উলইয়ার গোড়া।	মাহমুছাহ	শাদীদাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ث	জিহবার মাথা সানায়ে উলইয়ার কিনারা	মাহমুছাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ج	জিহবার মাঝে ও তালুর মাঝে	মাজহুরাহ	শাদীদাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	ক্বলক্বলাহ
ح	আওসাতে হলক্ব	মাহমুছাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
خ	এবতেদায়ে হলক্ব	মাহমুছাহ	রিখওয়াহ	মুস্তালিয়া	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
د	জিহবার মাথা ছানায়ে উলইয়ার গোড়া	মাজহুরাহ	শাদীদাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	ক্বলক্বলাহ
ذ	জিহবার মাথা সানায়ে উলইয়ার কিনারা।	মাজহুরাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ر	জিহবার মাথার তল পিঠ এবং সামনের তালু।	মাজহুরাহ	মুতাওসসিতাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুযলিক্বাহ	তাকরীর
ز	জিহবার মাথা সানায়ে ছুফলার কিনারা সামনের সানায়ে উলইয়ার থেকে।		রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	ছাফীরাহ
س	জিহবার মাথা সানায়ে সুফলার কিনারা সামনের সানায়ে উলইয়ার থেকে।	মাহমুছাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	ছাফীরাহ
ش	জিহবার মাঝে ও তালুর মাঝে।	মাহমুছাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	তাফাশ্শী
ص	জিহবার মাথা সানায়ে সুফলার কিনারা সামনের সানায়ে উলইয়ার থেকে।	মাহমুছাহ	রিখওয়াহ	মুস্তালিয়া	মুতবাক্বাহ	মুছমিতাহ	ছাফীরাহ
ض	জিহবার ডান কিনারা এবং উপরের মাড়ীর গোড়া থেকে।	মাজহুরাহ	রিখওয়াহ	মুস্তালিয়া	মুতবাক্বাহ	মুছমিতাহ	মুস্তাতীলাহ

ط	জিহবার মাথা সানায়ে উলইয়ার গোড়ার থেকে।	মাজহুরাহ	শাদীদাহ	মুস্তালিয়া	মুতবাক্বাহ	মুছমিতাহ	ক্বলক্বলাহ
ظ	জিহবার মাথা সানায়ে উলইয়ার কিনারা থেকে।	মাজহুরাহ	রিখওয়াহ	মুস্তালিয়া	মুতবাক্বাহ	মুছমিতাহ	
ع	আওসাতে হলক্ব	মাজহুরাহ	মুতাওসসিতাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
غ	এবতেদায়ে হলক্ব	মাজহুরাহ	রিখওয়াহ	মুস্তালিয়া	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ف	সানায়ে উলইয়ার কিনারা এবং ঠোঁটের ভিজা জায়গা থেকে।	মাহমুছাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুযলিক্বাহ	
ق	জিহবার গোড়া তালুর নরম জায়গা থেকে	মাজহুরাহ	শাদীদাহ	মুস্তালিয়া	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	ক্বলক্বলাহ
ك	জিহবার গোড়া তালুর শক্ত জায়গা থেকে।	মাহমুছাহ	শাদীদাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ل	জিহবার অগ্রভাগ জাওয়াহেক থেকে সানায়ে উলইয়া পর্যন্ত সামনের তালু।	মাজহুরাহ	মুতাওসসিতাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুযলিক্বাহ	
م	দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা থেকে।	মাজহুরাহ	মুতাওসসিতাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুযলিক্বাহ	
ن	জিহবার এক পাশ এবং আনইয়াব থেকে সানায়া পর্যন্ত সামনের তালু।	মাজহুরাহ	মুতাওসসিতাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুযলিক্বাহ	
و	দুই ঠোঁট গোল করে না মিলায়ে বের হয়।	মাজহুরাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ه	কণ্ঠনালীর শেষ অংশ থেকে বের হয়	মাহমুছাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ء	কণ্ঠনালীর শেষ অংশ থেকে বের হয়।	মাজহুরাহ	শাদীদাহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	
ي	জিহবার মধ্যবর্তী স্থান এবং তালুর মধ্যবর্তী স্থান হতে বের হয়।	মাজহুরাহ	রিখওয়াহ	মুস্তাফীলা	মুনফাতিহা	মুছমিতাহ	

(১৯)ছিফাতে আরজীর বিবরণ।

ছিফাতে আরজঃ যা হরফের মধ্যে কোন সময় হয় কোন সময় হয়না। সব হরফের মধ্যেও হয় না। যদি কোন হরফের মধ্যে হয় এবং আদায় করার সময় ছিফাত যদি আদায় করা না হয় তবে হরফ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সৌন্দর্য কম হয়ে যাবে যেমন ر। র অক্ষরের উপর যদি জবর কিংবা পেশ হয় তবে মোটা পড়তে হবে। মোটা

যদি পড়া না হয় তবে পড়া শুদ্ধ হবে কিন্তু সৌন্দর্য কম হবে। এভাবে ر। র নীচেয় যদি জের হয় তবে চীকন করে পড়তে হবে কিন্তু চীকন না পড়লেও হয়ে যাবে সৌন্দর্য কম হবে। ছিফাতে আরজী ১৭টা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হরফের মধ্যে আসে হরুফে আরজী আটটা একত্রে এক শব্দের মধ্যে দেয়া হলো। যেমন ঃ أَوْيَـرْمَلَانْ

ছিফাতে আরজীর সংখ্যা ঃ

[০১] তারকীক تَرْقِيْق ঃ অর্থাৎ বারীক বা চীকন করে পড়া।

[০২] ।তাফখীম تَفْخِيْم ঃ অর্থাৎ পোর বা মোটা করে পড়া।

[০৩] ইবদাল إِبْدَالْ ঃ অর্থাৎ পরিবর্তন করে পড়া।

[০৪] তাসহীল تَسْهِيْلْ ঃ অর্থাৎ সহজ বা মধ্য অবস্থায় পড়া।

[০৫] ইসবাত إِثْبَاتْ ঃ অর্থাৎ হরফকে কিছু বাকী রেখে পড়া।

[০৬] হজফ حَذْفْ ঃ অর্থাৎ হরফ শেষ করে দেয়া।

[০৭] মদ্দ مَدَّةْ ঃ অর্থাৎ লম্বা করে পড়া।

[০৮] ইমালাহ إِمَالَة ঃ অর্থাৎ জবরকে জের এবং আলিফকে ইয়া এর দিকে ইশারা করে পড়ার নাম ইমালাহ।

[০৯] লীন لِيْن ঃ মদ্দের মত কিছুটা লম্বা করে পড়া।

[১০] গুন্নাহ غُنَّةْ ঃ নাকের মধ্যে আওয়াজ করে পড়া।

[১১] ইজহার إِظْهَارْ ঃ গুন্নাহ ব্যতীত পড়া।

[১২] ইদগাম إِدْغَامْ ঃ একত্রে পড়া।

[১৩] ক্বলব قَلْبْ ঃ পরিবর্তন করে পড়া।

[১৪] ইখফা إِخْفَاءْ ঃ গোপন গুন্নাহ ইজহার এবং ইদগামের মধ্য অবস্থায় পড়া।

[১৫] ইদগামে শাফাব্বী إِدْغَامْ شَفَوِيْ ঃ এক মীমকে দ্বিতীয় মীমের মধ্যে একত্রে করে পড়া।

[১৬] ইখফায়ে শাফাব্বী إِخْفَاءْ شَفَوِيْ ঃ মীমের পরে যদি বা আসে তবে ইখফায় শাফাব্বী গোপন গুন্নার সাথে পড়া ।

[১৭] ইজহারে শাফাব্বী إِظْهَارْ شَفَوِيْ ঃ মীমের পরে যদি মীম এবং বা হরফ না হয় তবে বাকী ২৭ হরফের যে কোন একটা হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হবে।

ছিফাতে আরজ এর নকসা এবং ঐ সমস্ত হরফ যার মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায়

ء	ا	و	ي	ن
ترقيق তারকীক	مد মদ্দ	مد মদ্দ	مد মদ্দ	غنه গুন্নাহ
تحقيق তাহকীক	ترقيق তারকীক	لين লীন	لين লীন	إظهار حلقي ইজহারে হালক্বী
إبدال ইবদাল	تفخيم তাফখীম	تفخيم তাফখীম	ترقيق তারকীক	إدغام مع الغنّه ইদগাম গুন্নাহ সহিত
تسهيل তাছহীল	إمالة كبرى وصغرى ইমালা ছোট ও বড়			إدغام بلا غنه ইদগাম গুন্নাহ ছাড়া
إثبات ইসবাত	إثبات ইসবাত	إثبات ইসবাত	إثبات ইসবাত	إقلاب ইকলাব
حذف হজফ	حذف হজফ	حذف হজফ	حذف হজফ	إخفاء ইখফা
م	ل	ر	-	-
غنه গুন্নাহ	ترقيق তারকীক	تفخيم তাফখীম	-	-
إظهار شفوي ইজহারে শাফাব্বী	تفخيم তাফখীম	ترقيق তারকীক	-	-
إدغام مع الغنه ইদগাম গুন্নার সাথে	-	-	-	-
إخفاء شفوي ইখফায় শাফাব্বী গুন্নার সহিত	-	-	-	-

(২০)ছিফাতে আরজীর গ্রামার অংশ।

নূন সাকিন এবং তানভীনের পার্থক্য:-

[১] নূন সাকিন যা লেখার মধ্যে ও আসে পড়ার মধ্যেও আসে।

[২] নূন সাকিন কলেমার মাঝখানেও আসে শেষেও আসতে পারে।

[৩] নূন সাকিন এসেম ফেল এবং হরফের মধ্যে আসে।

[৪] নূন সাকিন ওয়াক্ফ কিংবা অছল উভয় জায়গা পড়া যায়।

নূন তানভীন ঃ

[১] যে নূন সাকিন লিখা যায় না কিন্তু পড়া যায়।

[২] ইহা কলেমার শেষে আসে কিন্তু মাঝখানে আসেনা।

[৩] ইহা মাত্র এসেমের শেষে আসে ফেলের মধ্যে আসে না।

[৪] ইহা অছলের মধ্যে পড়া যায় কিন্তু ওয়াক্ফ অবস্থায় দুই জবর হলে আলিফের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং দুই জের দুই পেশ অবস্থায় সাকিন হয়ে যায়।

(২১)নূন সাকিন ও তানভীনের বিবরণ।

নূন সাকিন ও তানভীন চার প্রকার ঃ

(১)ইজহার (২) ইদগাম (৩) ইক্বলাব (৪) ইখফা।

(১)ইজহার ঃ স্পষ্ট করে পড়াঃ- নূন সাকিন ও তানভীনের পরে যদি হরুফে হালক্বীর ছয়টি হরফের যে কোন একটি হরফ আসে তখন নূন সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়তে হয়। ইহাকে ইজহারে হালক্বী বলে। হরুফে হালক্বী ছয়টি ; خ غ ح ع هـ ء

নূন সাকিনের পরে হরুফে হালক্বীর উদাহরণঃ-

(১) مِنْ أَجَلٍ (২) مِنْهُمْ (৩) أَنْعَمْتَ (৪) مِنْ حَقٍّ (৫) مِنْ غَيْرِهِ (৬) مِنْ خَوْفٍ

নূন তানভীনের পরে হরুফে হালক্বীর উদাহরণ :-

(১) أذاً أبدًا (২) كُلاً هَدَيْنَا (৩) سَمِيعٌ عَلِيمٌ (৪) عَلِيمٌ حَكِيمٌ (৫) عَفُوٌّ غَفُورٌ (৬) عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(২) ইদগাম إِدْغَامْ ; অর্থাৎ একটা হরফ অন্য হরফের মধ্যে মিলিয়ে পড়া।

তাজবীদের পরিভাষায় এক সাকিন হরফ দ্বিতীয় মোতাহার্‌রাক বা জের জবর পেশ ওয়ালা হরফের মধ্যে এভাবে মিলায়ে পড়তে হবে যেন দুয়ে হরফ তাশদীদ যুক্ত হরফের ন্যায়, যেমনঃ- مَنْ رَّبُّكَ

যখন নুন সাকিন এবং তানভীনের পরে হরুফে ইয়ারমালূন থেকে যে কোন একটি হরফ আসবে তখন ইদগাম করে পড়তে হবে কিন্তু لاَمْ লাম এবং । رَ র গুন্নাহ ব্যতীত পড়তে হবে বাকী يَنْمُوْ ইয়ানমু ৪টি হরুফের মধ্যে যে কোন একটা হরফ আসলে এক আলিফ পরিমান ইদগাম গুন্নাহ করে পড়তে হবে।

নূন সাকিনের পরে হরফে يَرْمَلُوْنَ এর উদাহরণ :-

(১) مَنْ يَّفْعَلْ (২) مَنْ رَّبُّكَ (৩) مِنْ مِّثْلِهِ (৪) إِنْ لَّمْ (৫) مِنْ وَّرَآءِهِ (৬) مِنْ نَّفْسِهِ

নূন সাকিন তানভীনের পরে হরফে يَرْمَلُوْنَ এর উদাহরণঃ-

(১) رَجُلٌ يَّسْعَى (২) غَفُورٌ رَّحِيمٌ (৩) كَثِيرًا مِّنْ (৪) رِزْقًا لَّكُمْ (৫) صَيْحَةً وَّاحِدَةً (৬) سُلْطَانًا نَّصِيرًا

ইয়ারমালুন - يَرْمَلُوْنَ

[১] প্রকাশ থাকে যে নূন সাকিন তানভীনের পরে ইয়ারমালুনের يَنْمُوْ ইয়ানমুর হরফ গুলো আসলে ইদগাম করে গুন্নাহ করতে হবে কিন্তু চার জায়গা গুন্নাহ হবে না। যথা;

صِنْوَانٌ ঃ সূরা রাদ ৪নং আয়াত।

بُنْيَانًا ঃ সূরা ক্বাহাফ ২১নং আয়াত।
دُنْيَانٌ ঃ সূরা কাছাছ এর কয়েক জায়গা আছে।
قِنْوَان ঃ এ সব জায়গা গুন্নাহ হবে না। সূরা আনআমের ৯৯নং আয়াত।

[২] নূন সাকিন তানভনির পরে যদি را র এবং لام আসে তবে শুধু ইদগাম করে গুন্নাহ ব্যতীত পড়তে হবে। যেমন ঃ مَنْ لاَّ يُجِبْ ، مِنْ رَّحْمَةٍ رِزْقًالَّكُمْ

[৩] ইকলাব إِقْلَابْ ঃ- অর্থ পরিবর্তণ করে পড়া। তাজবীদের পরিভাষায় এক হরফ দ্বিতীয় হরফের দ্বারা পরিবর্তণ করে পড়ার নাম إِقْلَابْ ইকলাব। যখন নূন সাকিন বা তানভীনের পরে হরফে (ب) বা আসে তখন ছোট মীম দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নার সাথে পড়তে হবে। যেমন :- مِنْ ۢ بَعْدِ أَلِيْمٌ ۢ بِمَا

[৪] ইখফা إِخْفَاءْ ঃ- অস্পষ্ট করে পড়াঃ তাজবীদের পরিভাষায় ইজহার ও ইদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় পড়া। হরফে হালক্বী ৬টা, ইয়ারমালুন ৬টা, আলিফ এবং বা মোট ১৪ টি হরুফ ব্যতীত বাকী ১৫টি হরুফ, হরুফে ইখফা।

নূন সাকিন ও তানভীনের পরে যদি ইখফার ১৫টা অক্ষরের যে কোন অক্ষর আসে তাহলে নূন সাকিন ও তানভীনকে অস্পষ্ট ভাবে এক আলিফ লম্বা করে গুন্নার সাথে পড়তে হবে। হরুফে ইখফা নিম্নে দেয়া হল। যথা : ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূন সাকিনের পরে হরুফে ইখফার উদাহরণ:-

ক্রমিক	শব্দ	ক্রমিক	শব্দ	ক্রমিক	শব্দ
১	إِنْتِقَامْ	৬	كَنْزٌ	১১	مِنْ طِيْنٍ
২	مِنْ ثَمَرَات	৭	يَنْسِلُوْنَ	১২	يَنْظُرُوْنَ
৩	مَنْ جَاءَ	৮	مَنْ شَهِدَ	১৩	يُنْفِقُ
৪	مَنْ دَخَلَ	৯	مَنْصُوْرًا	১৪	مَنْ قَالَ
৫	مَنْ ذَالَّذِي	১০	مَنْ ضَلَّ	১৫	مِنْكُمْ

নূন তানভীনের হরুফে ইখফার উদাহরণ:-

ক্রমিক	শব্দ	ক্রমিক	শব্দ	ক্রমিক	শব্দ
১	جَنَّات تَجْرِيْ	৬	غُلَامًا زَكِيًا	১১	صَبْحًا طَوِيْلًا
২	قَوْلاً ثَقِيْلاً	৭	قَوْلاً شَدِيْدًا	১২	ضَلاً ضَلِيْلاً
৩	عَيْنٌ جَارِيَةٌ	৮	صَبَّارٍ شَكُوْرٌ	১৩	قَوْمٌ فَاسِقُوْنَ
৪	كَأْسًا دِهَاقًا	৯	صَفًّا صَفًّا	১৪	رِزْقًا قَالُوْا
৫	بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ	১০	عذَابًا ضِعْفًا	১৫	بِـــدَمٍ كَذِبٍ

(২২)আলিফ اِلِفْ লাম لاَمْ ও র رَا পড়ার নিয়ম।

আরবী বর্ণমালা ২৯ উনত্রিশটা। মোস্তালিয়া সাতটা সর্বদা মোটা পড়তে হয়। যেমনঃ- خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ বাকী হরুফ হরুফে মুস্তাফীলা চীকন পড়া যায়।

কিন্তু اَلِفْ - لاَمْ - رَا আলিফ, লাম, র, কোন সময় চীকন কোন সময় মোটা পড়া হয়।

আলিফ اَلِــفْ পড়ার নিয়মঃ- আলিফ সর্বদা পূর্বের হরফের অধীনে হয়ে থাকে পূর্বের হরফ যদি চীকন হয় তবে আলিফও চীকন হবে পূর্বের হরফ যদি মোটা হয় আলিফও মোটা হবে। যেমন :- قَـال মোটা। চীকন : مَـالِكِ

লাম لام পড়ার নিয়মঃ- আল্লাহ الله শব্দ যখন ইহার পূর্বের হরফের উপর জবর কিংবা পেশ হয় তখন মোটা পড়তে হয়। যেমনঃ- رَسُوْلُ الله وَالله اَلّـلـهُمَّ

আল্লাহ শব্দের লামের পূর্বের হরফের নীচে যদি জের হয় তখন আল্লাহ শব্দকে চীকন পড়তে হয়। যেমনঃ- بِاللهِ لِلهِ

র رَا পোর পড়ার নিয়মঃ-

[১] যখন رَا র উপর জবর কিংবা পেশ হবে তখন মোটা পড়তে হবে। যেমন ঃ- رَشَدًا رُشْدًا

[২] যখন رَا র সাকিন হয় এবং ইহার পূর্বের হরফ জবর কিংবা পেশ হয় তখন মোটা পড়তে হয়। যেমন;- يَـرْجِعُ تُـرْجِعُ

[৩] را যখন را র সাকিনের প্রথমে জের দ্বিতীয় কলেমায় হয় তখন মোটা পড়তে হবে। যেমন ঃ رَبِّ ارْجِعُوْن

[৪] را র সাকিনের প্রথমে কাছরায় আরজী হলে را র মোটা হবে। যেমন:- اِرْجِعُوْ

[৫] رَا র, সাকিনের পরে হরফে মুস্তালিয়ার যে কোন হরফ একই কলেমার মধ্যে আসলে তখন র, মোটা পড়তে হয়। যেমনঃ- مِرْصَادْ কিন্তু فِـرْقٍ এর رَا মোটা এবং চীকন উভয় অবস্থায় পড়া যাবে।

[৬] رَا র ওয়াক্ফ অবস্থায় সাকিন হবে এবং উহার পূর্বের হরফ ও সাকিন এবং তার পূর্বের হরফ জবর কিংবা পেশ হয় তাহলে رَا র মোটা হবে। যেমনঃ- قَدَرْ اُمُوْرْ

রমরমা **رامـرامـة** ঃ - রউম এর অর্থ হরকাতের কিছু অংশ পড়া যে را এর উপর ওয়াক্ফ রউম করা হয় ঐ র را নিজের হরকাত অনুসারে পড়তে হবে। যেমন قَدَرِ رَا এর উপর যদি ওয়াক্ফ রউম করা হয় তাহলে را র চীকন হবে, এবং غَـفُـوْرٌ এর را র এর মধ্যে যদি ওয়াক্ফ রউম করা হয় তবে মোটা পড়তে হবে।

রা মুশাদ্দাদ (رًا مُشَدَّدْ) ঃ- رًا রা মুশাদ্দাদ ও নিজের হরকাত অনুসারে পড়া হবে এবং رًا রা মোদগাম যে রা এর সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে তার অনুসারী হয়ে যাবে তাঁর হরকাত অনুসারে হরকাত হবে। যেমনঃ- ذُرِّيَّةً فَفِرُّوْا

রমমালাহ رَامُمَالَهْ ঃ- রমমালাহ ঐ র,কে বলা হয় যার মধ্যে ইমালাহ করা হয়। এই র চীকন পড়া হয়। ইমালাহ অর্থ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেয়া। তাজবীদের পরিভাষায় আলিফকে ইয়ার দিকে এবং ফাতাহকে কাছরার দিকে মায়েল করে পড়ার নাম।

ইমালা দুই প্রকার ঃ- (১) ইমালা ছুগরা অর্থাৎ ছোট ইমালা (২) ইমালায়ে কুবরা অর্থাৎ বড় ইমালা।

রাওয়ায়েত ঃ- হাফজ এর মতে সমস্ত কোরআনে মাত্র এক জায়গা مَجْرِيٰهَا মাজরীহা এর মধ্যে ইমালা করা হয় ছোট ইমালার মধ্যে হবে مَجْرَيْهَا মাজরায়হা এবং বড় ইমালার মধ্যে হবে مَجْرِيٰهَا মাজরীহা অর্থাৎ জের মাজহুলের মতন এবং লফজ مَجْرِيٰهَا মাজরীহা এর মধ্যে ইমালা বড়ই হয়।

নিম্নে র رًا অক্ষর পাতলা করে পড়ার নিয়ম ঃ-

(১)যখন رًا র এর নীচে জের হবে তখন চীকন পড়তে হয় যেমন: شُرِبَ

(২)যখন কলেমার মধ্যে র সাকিনের পূর্বে আসল জের হবে এবং র এর পরে হরফে মুস্তালিয়া না হয় তাহলে رًا র চীকন হবে। যেমন: فِرْعَوْنَ

(৩) যদি رًا র সাকিনের পূর্বে يْ ইয়া সাকিন হয় তাহলে চীকন হবে। যেমন : خَيْرٌ

(৪) যদি رًا র মওকুফের পূর্বে সাকিন হয় এবং তার পূর্বে জের হয় তাহলে رًا র চীকন হবে। যেমন : ذِكْرٌ فِكْرٌ

(২৩)মীম সাকিনের বিবরণ।

মীম সাকিন তিন প্রকারঃ

(১) ইদগামে শাফাব্বী إِدْغَامْ شَفَوِيْ ঃ যদি মীম সাকিনের পরে হরফে মীম আসে তবে প্রথম মীমকে দ্বিতীয় মীমের মধ্যে ইদগাম করে গুন্নার সাথে এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করে পড়তে হবে ইহাকে ইদগামে শাফাব্বী বলে। যেমন :- وَكَمْ مِّنْ

(২) ইখফায়ে শাফাব্বী إِخْفَاءِ شَفَوِيْ ঃ যদি মীম সাকিনের পরে ب বা আসে তাহলে মীমকে অস্পষ্ট করে গুন্নার সাথে এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করে পড়তে হবে। ইহাকে ইখফায়ে শাফাব্বী বলে। যেমন:- وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

(৩) ইযহারে শাফাব্বী إِظْهَار شَفَوِيْ ঃ যদি মীম সাকিনের পরে হরফে বা এবং মীম এই দুই হরফ ব্যতীত বাকী ২৭ হরফের যে কোন হরফ আসে তখন ইযহার হবে উহাকে ইযহারে শাফাব্বী বলা হয় গুন্নাহ ব্যতীত পড়তে হবে। যেমন :- وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ

(২৪)ইদগামের বিবরণ।

ইদগাম তিন প্রকার ঃ-

[১] ইদগামে মিসলায়েন إِدْغَام مِثْلَيْنْ ঃ যদি এক হরফ দুইবার এক শব্দ বা দুই শব্দের মধ্যে একত্রিত হয় উহার প্রথম হরফ সাকিন এবং দ্বিতীয় হরফ মুতাহাররাক তাহলে প্রথম হরফ দ্বিতীয় হরফের মধ্যে ইদগাম করে পড়াকে ইদগামে মিসলায়েন বলে। যেমন ঃ- إِذْ ذَّهَبَ يُدْرِكْكُمْ

কিন্তু وَاو ওয়াও ও يَا ইয়া যদি একত্রিত হয়ে প্রথমটি সাকিন ও দ্বিতীয়টি মুতাহাররাক হয় তাহলে উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী ইদগাম হবে না কারণ মদ্দে আছলী বা তবয়ীর নিয়ম বাতিল হয়ে যাবে। যেমনঃ قَالُوْا وَهُمْ - اَلَّذِيْ يُزَكِّي - فِيْ يَوْمِ

[২] ইদগামে মুতাজানেসায়েন إِدْغَام مُتَجَانِسَيْنْ ঃ যদি এই প্রকারের দুইটা হরফ এক কিংবা দুই শব্দের মধ্যে একত্রিত হয় যাদের মাখরাজ একটা কিন্তু হরফ ভিন্ন ভিন্ন হয় এর প্রথম হরফ সাকিন দ্বিতীয় হরফ মুতাহাররাক হয় তখন প্রথমটি দ্বিতীয়টির মধ্যে মুদগাম করে পড়াকে ইদগামে মুতাজানেসায়েন বলে। যেমনঃ عَبَدْتُّمْ - قَدْ تَّبَيَّنَ

ইদগামে মিসলায়েন এবং মুতাজানেসায়েন দুই প্রকার ঃ

(ক) ওয়াজেবঃ মিসলায়েন এবং মুতাজানে- সায়েন এর প্রথম হরফ যদি নিজেই সাকিন হয় তখন ইদগামে ওয়াজেব হবে এবং ইহাকে ইদগামও বলে। যেমন ঃ- إِذْ ذَّهَبَ قَدْ تَّبَيَّنَ

(খ) জায়েজঃ প্রথম হরফ যদি সাকিন করে ইদগাম করা হয় তবে উহাকে ইদগামে জায়েজ বলা হয়। যেমন مَدَّ আসলে مَدَدَ

[৩] ইদগামে মুতাক্কারেবায়েন إِدْغَامِ مُتَقَارِبَيْنِ ঃ যদি এই প্রকারের দুইটা হরফ এক শব্দে কিংবা দুই শব্দের মধ্যে একত্রিত হয় যার মাখরাজও ছিফাত নিকটবর্তী এ প্রকার ইদগামকে ইদগামে মুতাক্কারেবায়েন বলে। যেমনঃ- قُلْ رَّبِّ - اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ

ইদগামে মুতাক্কারেবায়েন এবং মুতাজানেসায়েন দুই প্রকার ;

(১) ত্বাম تَامٌ ; যদি প্রথম হরফ দ্বিতীয় হরফ দ্বারা বদল করে ইদগাম করা হয় যার কারণে প্রথম হরফের কোন ছিফাত বাকী থাকেনা তাঁকে ইদগামে ত্বাম বলে। যেমনঃ إِذْ ظَّلَمُوْا - مِنْ لَّدُنْهُ

(২) নাকেছ نَاقِصْ ; যদি মোদগামের কোন ছিফাত ইদগাম হয়ে যাওয়ার পর বাকী থাকে তাঁকে ইদগামে নাকেছ বলে। যেমন :-
مَنْ يَّقُوْلُ أَحَطْتُّ

(২৫)মদ্দ এবং উহার প্রকার

মদ্দ অর্থ দীর্ঘ করা। তাজবীদের পরিভাষায় যখন হরফে মদ্দ এবং হরফে লীনের মধ্যে মদ্দ হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যাবে তখন আওয়াজ কিংবা স্বাসকে দীর্ঘ স্বরে পড়তে হবে ইহাকে মদ্দ বলে।

হরুফে মদ্দঃ হরুফে মদ্দ তিনটি ي ا و ওয়াও আলিফ ইয়া।

(১) ওয়াও সাকিনের প্রথমে পেশ। যেমন قَالُوْا মধ্যে ওয়াও।

(২) আলিফের প্রথমে জবর। যেমনঃ وَمَا মধ্যে আলিফ।

(৩) ইয়া সাকিনের প্রথমে জের। যেমন فِيْ মধ্যে ইয়া।

হরফে লীন ঃ হরফে লীন দুইটা ; যেমনঃ- و ي

(১) ওয়াও সাকিনের প্রথমে জবর যেমনঃ خَوْفٌ মধ্যে ওয়াও।

(২) ইয়া সাকিনের প্রথমে জবর। যেমন ضَيْفٌ মধ্যে ইয়া।

أَسْبَابِ مَدَّهْ আসবাবে মদ্দ অর্থাৎ মদ্দের কারণ ঃ

মদ্দের কারণ দুটি :- [১] হামজা هَمْزَةْ [২] সুকুন سُكُوْنْ

মদ্দের প্রকার ; মদ্দ দুই প্রকার :-

(১)মদ্দে আছলী مَدَّ أَصْلِيْ (২) মদ্দে ফারয়ী مَدَّ فَرْعِيْ

(১) মদ্দে আছলী مَدَّ أَصْلِيْ :- যদি হরফে মদ্দের পরে মদ্দের কোন কারণ পাওয়া না যায় তখন মদ্দে আছলী বা মদ্দে তবয়ী বা জাতি হবে। যেমন أُوْتِيْنَا মধ্যে واو يا الف ওয়াও ইয়া আলিফ।

এই মদ্দের পরিমাণ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। অর্থাৎ দুই জবরের সমান করে পড়তে হবে।

তাজবীদ বিশারদগণের নিকট বন্ধ করা আঙ্গুল তাড়াতাড়ি ও না দেরী করে ও না মধ্যবর্তী অবস্থায় খুলতে যতটুকু সময় লাগবে এই সময়ের নামই এক আলিফ।

(২) মদ্দে ফারয়ী مَدَّ فَرْعِيْ :-' যদি হরফে মদ্দের পরে কিংবা হরফে লীনের পরে মদ্দের কোন কারণ বা চিহ্ন পাওয়া যায় তখন উহাকে মদ্দে ফারয়ী বলে।

اَقْسَامُ مَدَّ فَرْعِيْ মদ্দে ফারয়ী চার প্রকার ঃ- (১) মদ্দে মুত্তাছিল (২) মদ্দে মুনফাসিল (৩) মদ্দে আরযী (৪) মদ্দে লাজেম।

মদ্দের চিহ্ন যদি হামজা হয় তাহলে মদ্দ দুই প্রকার ঃ

(১) মদ্দে মুত্তাছিল ঃ একই শব্দের মধ্যে যদি হরফে মদ্দ ও হামজা হয় তাহলে মদ্দে মুত্তাছিল হবে।যেমনঃ جَاءَ مَلَائِكَةٌ أُولَئِكَ

মদ্দে মুত্তাছিলের লম্বার পরিমাণ ; মদ্দে মুত্তাছিল দুই আলিফ আড়াই আলিফ এবং চার আলিফ পর্যন্ত হতে পারে। এই মদ্দকে মদ্দে ওয়াজেবও বলা হয়।

(২) মদ্দে মুনফাছিল ঃ- প্রথম শব্দের মধ্যে হরফে মদ্দ এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে হামজা হলে উহাকে মদ্দে মুনফাছিল বলে। যেমন ঃ- إِنِّي أَخَافُ - تُوْبُوْا إِلَى اللهِ - وَمَا أُنْزِلَ

মদ্দে মুনফাছিল লম্বার পরিমাণ ঃ মদ্দে মুনফাছিল দুই আলিফ আড়াই আলিফ চার আলিফ পর্যন্ত করা যায়। এ ছাড়া ক্বছর বা এক আলিফ জায়েজ আছে। এ মদ্দকে মদ্দে জায়েজও বলা হয়।

মদ্দের চিহ্ন যদি সাকিন হয় তাহলে মদ্দ দুই প্রকার ঃ

(১) মদ্দে আরযী ঃ- যদি হরফে মদ্দ কিংবা হরফে লীনের পরে সাকিন আরজী হয় তবে প্রথম মদ্দকে মদ্দে আরজী দ্বিতীয় মদ্দকে মদ্দে লীন আরজী বলে। যেমনঃ رَبِّ الْعَالَمِيْنْ এর মধ্যে ن নুন সাকিনে আরজী مِنْ خَوْفْ এর মধ্যে ف ফা সাকিনে আরযী।

বি ঃ দ্র ঃ যে সাকিন শুধু ওয়াক্‌ফ করার সময় থাকে কিন্তু মিলায়ে পড়ার সময় থাকে না তাঁকে সাকিনে আরযী বলে।

(২)আছলী সাকিন ঃ- যে সাকিন মিলায়ে পড়ার সময় থাকে ওয়াক্‌ফ অবস্থায়ও থাকে তাঁকে সাকিনে আছলী বলে।

মদ্দে আরযী এবং মদ্দে লীন আরযীর লম্বার পরিমাণ ঃ

মদ্দে আরযী এবং মদ্দে লীন আরজের মধ্যে তুল, তাওয়াচ্ছুত ও ক্বছর قَصَرْ تَوَسُّطْ طُوْل তিন অবস্থায় পড়া যায়।

তুল বলতে কোন বর্ণনা কারী ৩ তিন আলিফ লম্বা বলেছেন কোন বর্ণনা কারী ৫ পাঁচ আলিফ লম্বা বলেছেন । তাওয়াচ্ছুত বলতে কোন বর্ণনাকারী ২ দুই আলিফ লম্বা বলেছেন কোন বর্ণনা কারী ৩ তিন আলিফ লম্বা বলেছেন। কৃছর বলতে উভয় বর্ণনা কারী এক আলিফ পরিমাণ লম্বা পড়ার কথা বলেছেন।

মদ্দে আরযী এবং মদ্দে লীন আরযীর পার্থক্য ঃ

যদি মদ্দের হরফের পরে সাকিনে আরযী হয় তবে তাঁকে মদ্দে আরযী বলে।

আর হরফে লীনের পরে যদি সাকিনে আরযী হয় তবে তাঁকে লীন আরযী বলে।

মদ্দে লাযিম مَدْ لَازِمْ :- যদি হরফে মদ্দের পরে কিংবা হরফে লীনের পরে সাকিনে আসলি হয় তবে প্রথম মদ্দকে মদ্দে লাযিম এবং দ্বিতীয় মদ্দকে মদ্দে লীন লাযিম বলে।

مَدْ لَازِمْ মদ্দে লাযিম চার প্রকার ঃ

(১) মদ্দে লাযিম কলমী মুসাক্কাল مَدْ لَازِمْ كَلْمِيْ مُثَقَّلْ :- যদি শব্দের মধ্যে হরফে মদ্দের পরে সাকিনে আসলি তাশদীদ যুক্ত হয় তখন উহাকে মদ্দে লাযিম কলমী মুসাক্কাল বলে। যেমনঃ- أَتُحَآجُّوْنِّيْ اَلْـحَآقَّةُ

(২) মদ্দে লাযিম কলমী মুখাফ্ফাফ مَدْ لَازِمْ كَلْمِيْ مُخَفَّفْ ঃ- যদি শব্দের মধ্যে হরফে মদ্দের পরে সাকিনে আসলি তাশদীদ বিহীন হয় তখন উহাকে মদ্দে লাযিম কলমী মুখাফ্ফাফ বলে যেমনঃ- آلْئٰنَ সূরা ইউনুসে এই মদ্দের একই উদাহরণ দুইবার এসেছে।

(৩) মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল مَدْ لَازِمْ حَرْفِيْ مُثَقَّلْ ঃ- যদি হরফের মধ্যে হরফে মদ্দের পরে সাকিনে আসলি তাশদীদ যুক্ত হয় তাঁকে মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল বলে। যেমন ঃ- الٓمّٓ - طٰسٓمّٓ

(৪) মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্ফাফ مَدْ لَازِمْ حَرْفِيْ مُخَفَّفْ ঃ- যদি হরফের মধ্যে হরফে মদ্দের পরে সাকিনে আসলি তাশদীদ বিহীন হয় তবে তাঁকে মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন ঃ- نٓ ، قٓ ، صٓ এর মধ্যে নূনের উপর সাকিনে আসলি। ক্বফ এবং ছোয়াদ এর উপরও ছাকিনে আসলি।

ফায়দা ঃ- মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল ও হরফী মুখাফ্ফাফের মধ্যে হরফে মুকাত্তিয়াত যে সমস্ত হরফ গুলো সূরার প্রথমে আসে প্রত্যেকটি হরফ তিনটি হরফের সাহায্যে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন মীম مِيْمْ উচ্চারণ করতে মীম, ইয়া, মীম এই তিনটি হরফ আবশ্যক হয়।

মদ্দে লীন লাযিম ঃ- যদি হরফের মধ্যে হরফে লীনের পরে সাকিন আসলি হয় তখন উহাকে মদ্দে লীন লাযিম বলে । যেমন ঃ عَيْنْ এ মদ্দ কোরআনের মধ্যে মাত্র দুই জায়গা এসেছে সূরা মরিয়মের মধ্যে এবং সূরা শুরার প্রথমে।

হরফে মুকাত্তিয়াতের মধ্যে দুই জায়গা এসেছে সূরা মরিয়মে যেমন ঃ كهيعص সূরা শুরায়। যেমন ঃ حم عسق

মদ্দে লীন লাযিমের مَدْ لِيْنْ لَازِمْ লম্বার পরিমাণ ঃ- মদ্দে লীন লাযিমের মধ্যে তিন অবস্থায় পড়া যায়। যেমন ঃ তুল, তাওয়াচ্ছুত, কৃছর। তুল طُوْلْ বলতে তিন আলিফের সমান লম্বা বুঝান হয়। মদ্দে লীন লাযিমে তিন আলিফের সমান দীর্ঘ করা উত্তম। তাওয়াচ্ছুত تَوَسُّطْ : বলতে দুই আলিফ পরিমাণ লম্বা করা বুঝান হয় এবং কৃছর قَصَرْ : এক আলিফ সমান লম্বা করে পড়া বুঝান হয়।

(২৬)সমস্ত মদ্দের লম্বা কম-বেশীর তরতীব দেয়া হল।

[১] মদ্দে লাজেম ; সব থেকে দীর্ঘ মদ। এ মদ্দ সর্বদা তিন আলিফ লম্বা হয়। যেমন ঃ- وَلَا الضَّآلِّيْنَ

[২] মদ্দে মুত্তাছিল ; এর লম্বার পরিমাণ আড়াই আলিফ চার আলিফ সর্ব নিম্ন দুই আলিফ। যেমন ঃ- مَلَآئِكَةُ - جَآءَ

[৩] এরপর মদ্দে আরজ ; এর লম্বার পরিমাণ কেউ বলেন তিন আলিফ, পাঁচ আলিফ, আবার কেউ বলেন তিন আলিফ ও দুই আলিফ উভয়ের মতে এক আলিফ জায়েজ আছে। যেমন ঃ- رَبُّ الْعَالَمِيْنْ

[৪] মদ্দে মুনফাছিল ; এর লম্বার পরিমাণ দুই আলিফ, আড়াই আলিফ এবং চার আলিফ এক আলিফ জায়েজ আছে। যেমন ঃ- وَمَا أَنْزَلَ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ - إِنِّيْ أَخَافُ

[৫] মদ্দে লীন লাযিম ; এর লম্বার পরিমাণ তিন আলিফ দুই আলিফ এক আলিফ জায়েজ আছে। তবে তিন আলিফ উত্তম। যেমন ঃ- عَيْنْ

[৬] মদ্দে লীন আরজ ; এর লম্বার পরিমাণ তিন আলিফ দুই আলিফ এক আলিফ জায়েজ আছে তবে এক আলিফ লম্বা করা উত্তম। যেমন ঃ- خَوْفْ

(২৭)ওয়াক্ফ, সাক্তাহ, ইবতেদা ও ইয়াদার বিবরণ।

☛ **ওয়াক্ফ (وقف)** অর্থ দাঁড়ানো। তাজবীদের পরিভাষায় বাক্যের বা শব্দের শেষ হরফের উপর শ্বাস এবং আওয়াজকে বন্ধ করে ইসকান إِسْكَانْ , রঊম رَوْمْ , ইশমাম اِشْمَامْ এর সহিত দাঁড়ানোকে ওয়াক্ফ বলে। যেমন ঃ مَايَشَآءُ سَآءَ مَثَلاً مِنَ السَّمَآءِ

☛ইসকান, রউম ও ইশমামের পরিচয় ঃ

(১) ইসকান إِسْكَانْ ঃ- যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় উহাকে সাকিন করে দেয়াকে ওয়াক্ফ ইসকান বলে। এ ওয়াক্ফ জবর জের পেশ তিনে অবস্থায় হয়।

(২) রউম روم ঃ- যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় উহার হরকাতের কিছু অংশ সামান্য আওয়াজে পড়াকে ওয়াক্ফ রউম বলে। এ ওয়াক্ফ জের এবং পেশের মধ্যে হয়।

(৩) ইশমাম إِشْمَامْ ঃ- যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় উহাকে সাকিন পড়ার সময় ঠোঁট দ্বারায় পেশের দিকে ইশারা করে পড়াকে ওয়াক্ফ বিল ইসমাম বলে। এ ওয়াক্ফ শুধু পেশের মধ্যে হয়।

যেমন ঃ- যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হবে সে হরফ সাকিন ব্যতীত শ্বাস এবং আওয়াজকে বন্ধ করলেও ওয়াক্ফ হবে না। আবার যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হবে সে হরফ সাকিন করে শ্বাস ও আওয়াজকে চালু রাখলেও ওয়াক্ফ হবে না। প্রকৃত পক্ষে ওয়াক্ফ হচ্ছে যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হবে উহাকে সাকিন করে শ্বাস এবং আওয়াজকে বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যাওয়ার নামই ওয়াক্ফ।

☛ সাকতাহ سَكْتَةْ ঃ- কোন হরফের উপর শ্বাস চালু রেখে স্বরকে অল্পক্ষনের জন্য বন্ধ রাখার নাম সাকতাহ।
ওয়াক্ফ এবং সাকতার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ওয়াক্ফ করার সময় শ্বাস এবং স্বরকে বন্ধ করতে হয় না হলে ওয়াক্ফ হয় না। কিন্তু সাকতার মধ্যে স্বরকে বন্ধ করে শ্বাসকে চালু রাখতে হয়। অন্যথায় সাকতাই আদায় হয় না।

ক্বিরাতের রাভী হাফছ (রহ) এর মতে সমগ্র কোরআন শরীফের মধ্যে চার জায়গা সাকতাহ আছে। চার জায়গা সাকতা করতে হয়, আর তাহলো ;

[১] مَنْ رَاقٍ এর নুনের মধ্যে (সূরা ক্বিয়ামাহ)

[২] مِنْ مَّرْقَدِنَا এর আলিফের মধ্যে (সূরা ইয়াসীন)

[৩] بَلْ رَانَ এর লামের মধ্যে (সূরা আল-মুতাফফিফীন)

[৪] عِوَجًا এর আলিফের মধ্যে (সূরা ক্বাহাফ)

☛ ইবতেদা إِبْتِدَاء ঃ- অর্থ আরম্ভ করা। যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় তাঁর সামনে পড়া আরম্ভ করার নাম ইবতেদা। যেমন ঃ- رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর উপর ওয়াক্ফ করে اَلرَّحْمٰنِ থেকে আরম্ভ করা।

☛ ইয়াদাহ إِعَادَةْ ঃ- অর্থ পূণরায় আরম্ভ করা। তাজবীদের পরিভাষায় যে বাক্যের বা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হয় উহার প্রথম বাক্যের বা শব্দের থেকে দ্বিতীয়বার আরম্ভ করার নাম ইয়াদাহ। যেমন ঃ-يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ সালাতের উপর ওয়াক্ফ করে দ্বিতীয় বার وَيُقِيْمُوْنَ থেকে আরম্ভ করা।

(২৮)ওয়াক্ফের প্রকারের বিবরণ।

☛ ওয়াক্ফ দুই প্রকার ঃ (১)কায়ফিয়াত ওয়াক্ফ كَيْفِيَّةُ وَقْفٍ অর্থাৎ কিভাবে ওয়াক্ফ করতে হয়। (২)মহল্লে ওয়াক্ফ مَحَلُّ وَقْفٍ অর্থাৎ ওয়াক্ফ করার স্থান।

[১] كَيْفِيَّةُ وَقْفٍ কায়ফিয়াত ওয়াক্ফ ঃ যে স্থানে ওয়াক্ফ করা হয় উহাকে কিভাবে পড়তে হয় উহার কয়েকটা নিয়ম। যদি সাকিন কিংবা মোতাহাররাক হয়।

(ক) যদি সাকিন হয় তবে শুধু শ্বাস ও স্বরকে বন্ধ করে ওয়াক্ফ করতে হবে। যেমন ঃ- أَلَمْ نَشْرَحْ

(খ) যদি মোতাহাররাক হয় তবে হরকাত অনুযায়ী ইসকান, জবর, জের ও পেশ তিনটি অবস্থা হয় এবং জের ও পেশ অনুযায়ী রউম হয়। আর শুধু পেশের অবস্থায় ইশমাম হয়। এই তিন অবস্থায় ওয়াক্ফ হবে। যেমন :- يَعْلَمُوْنَ থেকে يَعْلَمُوْنْ আর قَوْمٌ থেকে قَوْمْ আর رَسُوْلٌ থেকে رَسُوْلْ

(গ) যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় সেখানে যদি দুই জবর থাকে তবে উহাকে আলিফের দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হবে। যেমনঃ كَبِيْرًا থেকে كَبِيْرَا এবং خَبِيْرًا থেকে خَبِيْرَا

বি ঃ দ্র ঃ যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় তাঁকে মওকুফ আলাইহি مَوْقُوْفُ عَلَيْهِ বলে।

(ঘ) যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয়। সে স্থানে যদি গোল তা (ة) হয় তবে ওয়াক্ফ অবস্থায় (ـه) হাঁ পড়তে হয়। যেমন ঃ- وَسِيْلَةً থেকে وَسِيْلَهْ।

(ঙ) যে হরফের উপর ওয়াক্ফ করা হয় সেখানে যদি লম্বা তা হয় (ـت) তবে ওয়াক্ফ অবস্থায় (ـت) তা তাই থাকবে। যেমন ঃ- بَيِّنَاتٌ থেকে بَيِّنَاتْ ।

[২] مَحَلُّ وَقْفٍ মহল্লে ওয়াক্ফ ঃ ওয়াকফের স্থান। কোন বাক্যের বা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করতে হবে কোন বাক্যের বা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করতে হবে না। এই ওয়াক্ফ চার প্রকার।

(ক) ওয়াক্ফ ত্বাম وَقْف تَامْ ঃ যে বাক্যের বা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হয় তাঁর পরের বাক্যের বা শব্দের সাথে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোন সম্পর্ক থাকেনা যে ওয়াকফে তাঁকে ওয়াকফে ত্বাম বলে। যেমনঃ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْـمُفْـلِحُوْنَ

(খ) ওয়াকফে কাফী وَقْف كَافِيْ ঃ যে বাক্যের বা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হয় উহার পরের বাক্যের বা শব্দের সাথে অপ্রকাশ্য সম্পর্ক থাকে কিন্তু প্রকাশ্য সম্পর্ক থাকে না। যে ওয়াকফে তাঁকে ওয়াকফে কাফী বলে। যেমনঃ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

ওয়াকফে ত্বাম এবং ওয়াক্ফে কাফীর মধ্যে ইবতেদা আরম্ভ করতে হয় সামনের থেকে اَلْـمُفْـلِحُوْنَ এর উপর ওয়াক্ফ করে إِنَّ الَّـذِيْـنَ থেকে আরম্ভ করাকে ইবতেদা বলে। يُـوْقِـنُوْنَ এর উপর ওয়াক্ফ করে أُوْلَـئِكَ থেকে আরম্ভ করা।

(গ) ওয়াকফে হাসান وَقْف حَسَنْ ঃ যে বাক্যের বা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হয় উহার পরের বাক্যের বা শব্দের সাথে প্রকাশ্য সম্পর্ক থাকে যে ওয়াক্ফে তাঁকে ওয়াকফে হাসান বলে। যেমন ঃ اَلْـحَمْدُ لِـلّٰهِ এর উপর ওয়াক্ফ করা যায় কিন্তু رَبِّ الْـعَالَـمِيْنَ থেকে আরম্ভ করা যাবে না। এখানে ইয়াদাহ করতে হবে অর্থাৎ পূর্বের থেকে দ্বিতীয় বার পড়া আরম্ভ করতে হবে। اَلْـحَمْدُ لِـلّٰهِ رَبِّ الْـعَالَـمِيْنَ থেকে।

(ঘ) ওয়াকফে কবীহ وَقْف قَبِيْحْ ঃ যে বাক্যের বা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হয় উহার পরের বাক্যের বা শব্দের সাথে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সম্পর্ক থাকে যে ওয়াকফে তাঁকে ওয়াকফে কবীহ বলে। যেমন ঃ- بِسْمِ اللهِ এর মধ্যে بِسْمِ এর উপর এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর মধ্যে اَلْحَمْدُ এর উপর اَلـدِّيْـنِ مَـالِـكِ يَـوْمِ এর মধ্যে مَـالِـكِ এর উপর ওয়াক্ফ করা জায়েজ না। যদিও হঠাৎ হয়ে যায় তাহলে পূর্বের থেকে দ্বিতীয়বার আরম্ভ করা অবশ্য কর্তব্য।

(২৯)ওয়াক্ফকে লক্ষ্য রেখে ওয়াক্ফ চার প্রকার।

[১] ইখতেয়ারী وَقْف إِخْتِيَارِيْ ঃ- যে ব্যক্তি কোরআন পড়ে তাঁর শ্বাস থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে বন্ধ করাকে ওয়াকফে ইখতেয়ারী বলে।

[২] ইযতেরারী وَقْف إِضْطِرَارِيْ ঃ- যদি কোন ব্যক্তি কোরআন পড়ে হঠাৎ ক্বাশী বা হাঁচি এসে থেমে যাওয়ার ফলে ওয়াক্ফ করাকে ওয়াকফে ইযতেরারী বলে।

[৩] ইখতেবারী وَقْف إِخْتِبَارِيْ ঃ- যদি শিক্ষক ছাত্রকে শিখানোর জন্য যে ওয়াকফের স্থানে কিভাবে ওয়াক্ফ করতে হয় এভাবে ওয়াক্ফ করাকে ওয়াক্ফ ইখতেবারী বলে।

[৪] ইনতেযারী وَقْف إِنْتِظَارِيْ ঃ- কয়েকটা রাভীর বর্ণনা একত্রে আসলে কোন বাক্যের বা শব্দের উপর ওয়াক্ফ করাকে ওয়াকফে ইনতেযারী বলে।

ওয়াকফের উপকারিতা ঃ

আরবী গ্রামার ও অর্থ না জানলে ওয়াকফের স্থান সঠিক ভাবে জানা কষ্টকর। এ কারণে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মানুষের সহজ পদ্ধতির জন্য ওয়াকফের চিহ্ন প্রায় কোরআনের মধ্যে লিখে দিয়েছেন। কিন্তু পাঁচটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যেমন ঃ ز ج ط م ـه এই পাঁচটির মধ্যে কোন একটার উপর ওয়াক্ফ করলে ইয়াদা করতে হবে না ইবতেদা করতে হবে সামনের থেকে পড়তে হবে। এ পাঁচটি ছাড়া বাকী গুলোর উপর ওয়াক্ফ করলে ইয়াদা করতে হবে। অর্থাৎ পিছনের থেকে আরম্ভ করতে হবে।

(৩০)ইমালার إِمَالَة বিবরণ।

إِمَـالَـةٌ ইমালাহ অর্থ আকৃষ্ট হওয়া তাজবীদের পরিভাষায় জবরকে জেরের দিকে এবং আলিফকে ইয়ার দিকে ঝুকায়ে পড়াকে ইমালাহ বলে। রেওয়ায়েতে হাফছ (রহ) এর মতে সমস্ত কোরআনের মধ্যে মাত্র এক জায়গা ইমালাহ হয়েছে। যেমন : بِـسْـمِ اللهِ مَـجْـرٖيـهَـا এর মধ্যে আসলে مَـجْـرَهَـا মাজরাহা হবে।

(৩১)লাহান لَحْنْ অর্থাৎ ভুল।

কোরআন পাক তাজবীদের নিয়ম ব্যতীত পড়াকে লাহান বলে। লাহান দুই প্রকার ঃ **[১] লাহানে জ্বলি لَحْنِ جَلِيْ [২] লাহানে খফি لَحْنِ خَفِيْ**

[১] لَحْنِ جَلِيْ লাহানে জ্বলি ঃ বড় এবং প্রকাশ্য ভুলকে বলে লাহানে জ্বলি। লাহানে জ্বলি চার প্রকার ভুলের উপর ব্যবহৃত হয়।

(ক) হরফকে হরফের দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া। যেমন ঃ- اَلْـحَمْـدُ কে اَلْـهَمْـدُ পড়া।

(খ) হারাকাতকে হারাকাত দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া। যেমন ঃ- أَنْـعَمْـتَ কে أَنْـعَمْـتُ পড়া।

(গ) হরফকে লম্বা এবং খাট করে পড়া। যেমন :- لَمْ يَلِدْ কে لَمْ يَالِدْ পড়া।

(ঘ) সাকিনকে মোতাহাররাক এবং মোতাহাররাককে সাকিন করে পড়া। যেমন ঃ- جَعَلْنَا কে جَعَلَنَا এবং جَعَلْنَا কে جَعَلَنَا পড়া। যদিও মানে উল্টা পাল্টা হয় বা না হয় তবুও শুনা ও পড়া উভয় হারাম।

[২] لَحْنِ خَفِيْ লাহানে খফি ঃ ছোট ভুল। এ ভুল ঐ সময় হয় যখন ছিফাতে আরজীর মধ্যে ভুল হয়। যেমন :- زَا، র এর মোটা এর জায়গা চীকন পড়া। ইদগাম, ইকলাব ও ইখফা গুন্নাহ করতে হয় ; কিন্তু না করলে লাহানে খফি বা ছোট ভুল হবে। অতএব এ ভুল থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক।

(৩২)হরুফে ক্বমারীয়া ও হরুফে শামছীয়ার বিবরণ।

[১] حُرُوْف قَمَرِيَّةْ হরুফে ক্বমারীয়া ঃ- যদি কোন শব্দের প্রথমে আলিফ লাম আসে এবং পড়ার সময়ও উচ্চারণ করে পড়া যায় তাকে حُرُوْف قَمَرِيَّةْ হরুফে ক্বমারীয়া বলে। হরুফে ক্বমারীয়া মোট ১৪টি যা একত্রে শব্দের মধ্যে লেখা হলো ; أَبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيْمَهْ

حُرُوْف قَمَرِيَّةْ হরুফে ক্বমারীয়ার উদাহরণ ঃ

اَلْاٰنَ، اَلْبُخْلُ، اَلْغُرُوْرُ، اَلْحَسَنَةُ، بِالْجُنُوْدِ، اَلْكَوْثَرْ، اَلْوَاقِعَةُ، اَلْخَائِبِيْنَ، اَلْفَائِزُوْنَ، اَلْعَلٰى، اَلْقَانِتِيْنَ، اَلْيَوْمِ، اَلْمُحْسِنَاتِ، اَلْهِلَالْ.

[২] حُرُوْف شَمْسِيَّةْ হরুফে শামছীয়া ঃ- কোন শব্দের প্রথমে যদি আলিফ লাম আসে কিন্তু পড়ার সময় উচ্চারণ করে পড়া যায় না পরবর্তী হরুফের সাথে মুদগাম করে পড়তে হয় এই আলিফ ও লামকে حُرُوْف شَمْسِيَّةْ বলে।

উল্লেখ্য যে ; হরুফে ক্বমারীয়া ব্যতীত বাকী হরুফকে হরুফে শামছীয়া বলে। **حُرُوْف شَمْسِيَّةْ হরুফে শামছীয়ার উদাহরণ ঃ-**

وَالصّٰفّٰتِ، وَالذّٰرِيٰتِ، وَالثَّاقِبُ، اَلدَّاعِيْ، اَلتَّائِبُوْنَ، اَلزَّيْتُوْنِ، اَلسَّالِكِيْنَ، اَلرَّحْمٰنَ، اَلشَّمْسُ، اَلضَّالِّيْنَ، اَلطَّارِقُ، اَلظَّالِمِيْنَ، اَللّٰهُ، اَلنَّجْمُ.

বি ঃ দ্র ঃ আলিফ লাম যা কোন এসেমের প্রথমে এসে অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন :- بَلَدٌ থেকে اَلْبَلَدُ, شَمْسٌ থেকে اَلشَّمْسُ এবং كِتَابٌ থেকে اَلْكِتَابُ ইত্যাদি।

(৩৩)কোরআন পাক তেলাওয়াতের পদ্ধতি।

তেলাওয়াত তিন পদ্ধতিতে করা যায় ;

[১] تَرْتِيْلْ তারতীল ঃ- অর্থাৎ ধীরে ধীরে কোরআন তেলাওয়াত করা। যে রকম কোন সভার মধ্যে কিংবা রেডিও টেলিভিশনে পড়া হয়।

[২] حَدَرْ হদর ঃ- অর্থাৎ তাড়াতাড়ী পড়া। যেন প্রত্যেক হরফ সহজে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। যে রকম তারাবীর নামাজে পড়া হয়।

[৩] تَدْوِيْرْ তাদবীর ঃ- বেশী তাড়াতাড়ী না বেশী ধীরে ধীরেও না মধ্যম অবস্থায় পড়তে হবে তারতীল ও হদরের মাঝামাঝি পড়াকে তাদবীর বলে।

যদি এই তিন পদ্ধতিতে তেলাওয়াত বা পড়া ব্যতীত অন্যভাবে পড়লে হরফের মধ্যে অধিক কম বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এই তিন পদ্ধতিতেই পড়তে হবে।

(৩৪)আউজুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পাঠের বিবরণ।

কোরআন পাক আরম্ভ করার প্রথমে ইস্তেয়াজা إِسْتِعَاذَةْ পড়া (জরুরী) অবশ্য কর্তব্য। ইস্তেয়াজা অর্থাৎ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ আউজুবিল্লাহি মিনাশশায় ত্বনির রজীম এবং সূরা আরম্ভ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম পড়া (জরুরী) বা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সূরা বারাআতে (তওবাহ্) বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না। কেননা সূরা আনফালের ঘটনার সাথে সূরা বারাআতের (তওবাহ্) ঘটনার মিল আছে এ জন্যই এই সূরা বারাআতকে আনফালের অংশ মনে করা হয় যার কারণে সূরা বারাআতে বিসমিল্লাহ লেখা নাই এবং বিসমিল্লাহ্ পড়াও যাবে না।

(এক)কোরআন পাক আরম্ভ করার প্রথম পদ্ধতি ঃ-

যখন কেরাতের প্রথম এবং সূরার প্রথমে আরম্ভ করা হয় তখন চার প্রকার পড়া যায় ;

[১] وَصْلِ كُلْ অছলে কুল ঃ আউজু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং সূরা একত্রিত ভাবে পড়াকে অছলে কুল বলে।

[২] فَصْلِ كُلْ ফাছলে কুল ঃ আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ এবং সূরা তিনেটাই পৃথক পৃথক ভাবে ওয়াক্ফ করে পড়াকে ফাছলে কুল বলে।

[৩] وَصْلِ أَوَّلْ فَصْلِ ثَانِيْ অছলে আওয়াল ফাছলে সানি ঃ আউজু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ একত্রে পড়া সূরা পৃথক ভাবে পড়াকে অছলে আওয়াল ফাছলে সানি বলে।

[৪] فَصْلِ أَوَّلْ وَصْلِ ثَانِيْ **ফাছলে আউয়াল** অছলে সানি ঃ- আউযুবিল্লাহ পৃথক করে পড়া বিসমিল্লাহ এবং সূরা একত্রে পড়াকে ফাছলে আউয়াল অছলে সানি বলে।

(দুই) কেরাতের প্রথম এবং সূরার মাঝখান থেকে আরম্ভ করার নিয়ম চার প্রকারের মধ্যে দুই প্রকার জায়েজ ;

[১] فَصْلِ كُلْ **ফাছলে কুল** আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সূরা সবই পৃথক পৃথক ভাবে পড়াকে ফাছলে কুল বলে।

[২] وَصْلِ أَوَّلْ فَصْلِ ثَانِيْ **অছলে আওয়াল ফাছলে সানি** আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ একত্রে পড়া এবং আয়াত পৃথক ভাবে পড়াকে অছলে আওয়াল ফাছলে সানি বলে।

বাকী দুটা ঃ-

[৩] وَصْلِ كُلْ **অছলে কুল** অর্থাৎ আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং সূরা সব মিলিয়ে পড়া বা মাঝে বিরতী না দেয়া। এভাবে পড়া নাজায়েজ।

[৪] فَصْلِ أَوَّلْ وَصْلِ ثَانِيْ **ফাছলে আওয়াল অছলে সানি, এভাবে পড়াও নাজায়েজ।**

(তিন)এক সূরা শেষ করেই দ্বিতীয় সূরা আরম্ভ করাতে চার প্রকারের পদ্ধতি তার মধ্যে তিন প্রকার জায়েজ ;

[১] وَصْلِ كُلْ অছলে কুল ; জায়েজ।

[২] فَصْلِ كُلْ ফাছলে কুল ; জায়েজ।

[৩] فَصْلِ أَوَّلْ وَصْلِ ثَانِيْ **ফাছলে** আওয়াল অছলে সানি ; **এটি জায়েজ।**

[৪] وَصْلِ أَوَّلْ فَصْلِ ثَانِيْ অছলে আওয়াল ফাছলে সানি নাজায়েজ।

☛ সূরা আনফাল سُوْرَةُ الْأَنْفَالْ শেষ হওয়ার পর সূরা বারাআত মিলায়ে পড়ার জন্য দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এই

দুটি পদ্ধতিই জায়েজ। যথা ঃ- **(ক)** وَصْلِ كُلْ **অছলে কুল (খ)** فَصْلِ كُلْ **ফাছলে কুল।**

বি ঃ দ্র ঃ (১) আল্লাহ তাআলা কাফের ও মুশরিকদের উপর অসন্তুষ্ট থাকার কারণে কাফের ও মুশরিকদের থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করেছিলেন। যার কারণে سُوْرَةُ بَرَاءَةْ সূরা বারাআতের প্রথমে বিসমিল্লাহ লেখা নাই।

বি ঃ দ্র ঃ (২) রেওয়ায়াতে হাফছের ইমাম আছেমের মতে যার রেওয়ায়েত সারা দুনিয়ায় পড়ান হয়। তাঁর নিকট বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সূরার অংশ যদি কেউ সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ না পড়ে তাহলে ইমাম আছেমের নিকট এক আয়াত বাকী থাকবে সূরা পুরা হবে না। এমনকি পুরা কোরআন যদি কেউ পড়ে যত সূরাতে বিসমিল্লাহ না পড়বে কোরআন পাকের ততটা আয়াত বাকী থাকবে পুরা হবে না।

উপকারীতা ঃ কোরআন পড়ার মধ্যে যদি মাঝখানে কোন কথা হয় যেমন কেউ সালামের উত্তর দেয় তখন দ্বিতীয়বার আউজুবিল্লাহ পড়ে আরম্ভ করতে হবে।

কেরাত যদি উচ্চ স্বরে হয় তাহলে আউজুবিল্লাহও উচ্চ স্বরে পড়তে হবে। আর যদি আস্তে বা মনে মনে আউজুবিল্লাহ পড়ে তাহলে ও হবে কোন অসুবিধা হবেনা কিছু বর্ণনায় এই রকম আছে।

(৩৫)তেলাওয়াতের সৌন্দর্য।

☛ তারতীল [تَرْتِيْلْ] ; কোরআন পাক ধীরস্থিরভাবে তাজবীদের নিয়মের সাথে পড়াকে তারতীল বলে।

☛ তাজবীদ [تَجْوِيْدْ] ; হরুফকে উহার মাখরাজ থেকে ছিফাতের সাথে পড়াকে তাজবীদ বলে।

☛ তাবইন [تَبْيِيْنْ] ; প্রত্যেক হরফ খোলা এবং পরিষ্কার ভাবে পড়াকে তাবইন বলে।

☛ তারসীল ঃ [تَرْسِيْلْ] ; প্রত্যেক হরফকে যেমন করে পড়া উচিত ঠিক সেই সহীহ শুদ্ধ নিয়মের সাথে পড়া।

☛ তাওকীর [تَوْقِيْرْ] ; কোরআন পাক বিনয়ের সাথে ধীরস্থির ভাবে পড়াকে তাওকীর বলে।

☛ তাহসীন [تَحْسِيْنْ] ; আরবী সূরে পুরা তাজবীদ সহকারে পড়ার নাম তাহসীন।

(৩৬)ত্রুটিপূর্ণ তেলাওয়াত।

☛ তামতীত [تَمْطِـيْط]; তারতীলের মধ্যে মদ্দ ও হারাকাত এবং গুন্নার মধ্যে বেশী দেরী ও লম্বা করে পড়া। এভাবে পড়া মাকরূহ।

☛ তাখলীত [تَخْلِيْط] ;হদরের মধ্যে এত জলদী পড়া যা হরুফ মোটেই বুঝা যায় না ঐ রকম পড়ার নাম তাখলীত। এভাবে পড়া হারাম।

☛ তানক্বীশ [تَنْقِـيْش]; হারাকাত পূরাভাবে আদায় না করে পড়ার নাম তানক্বীশ। এভাবে পড়া মাকরূহ।

☛ তামজীগ[تَمْضِـيْغ] ; হারাকাতকে ঢেকে রেখে পড়ার নাম তামজীগ। এভাবে পড়া মাকরূহ।

☛ তাতনীন [تَطْنِـيْن] ; গুনগুন গানের সুরে নাকের মধ্যে আওয়াজ নিয়ে পড়ার নাম তাতনীন। এভাবে পড়া হারাম।

☛ তাহমীজ [تَهْمِـيْز] ; প্রত্যেক হরফের সাথে হামজা মিলায়ে পড়ার নাম তাহমীজ। এভাবে পড়া হারাম।

☛ তাবীক [تَعْوِيْـق] ; কলেমার বা বাক্যের মধ্যে ওয়াক্ফ করে সামনের থেকে আরম্ভ করে পড়ার নাম তাবীক। এভাবে পড়া হারাম।

☛ অছাবাহ [وَثْـبَةْ] ; প্রথম হরফকে পুরা না করে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় হরফ আরম্ভ করা। এভাবে পড়া মাকরূহ।

☛ আনআনাহ [عَنْعَـنَةْ] ; হামজা কিংবা অন্য কোন হরফের সাথে عَيْنْ আইনের সুর মিলায়ে পড়ার নাম। এভাবে পড়া হারাম।

☛ হামহামাহ [هَمْهَمَةْ] ; কোন নরম হরফকে শক্ত করে পড়ার নাম হামহামাহ। এভাবে পড়া হারাম।

☛ ঝামঝামাহ [زَمْـزَمَةْ] ; গানের সুরে পড়ার নাম ঝামঝামাহ। এভাবে পড়া হারাম।

☛ তারকীছ [تَرْقِـيْص] ; সুরকে নাচায় অর্থাৎ কোন সময় উচ্চ স্বরে পড়া কোন সময় নিম্ন স্বরে পড়া। যদি তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী হয় তবে মাকরূহ। আর তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী না হলে হারাম।

মহান আল্লাহ সকলের নেক আমল কবুল করুন। আ-মী-ন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى رَسُوْلِه وَاٰلِه وَأَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ.

সমাপ্ত